হিন্দু-ধর্ম্ম।

(প্রথম ভাগ।)

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্কলিত

ও

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীলমণি মুখোপাধ্যায়

ন্যায়ালঙ্কার এম্, এ. বি, এল্,

কর্ত্তৃক সংশোধিত.

এবং

কলিকাতাস্থ হিন্দুসভা হইতে

প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১০।

মূল্য।০ চারি আনা।
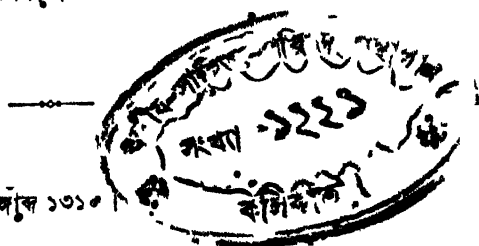
কলিকাতা

৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে

শ্রীমতিলাল সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।
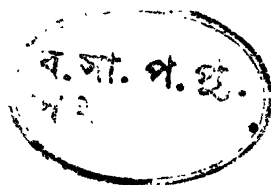
হিন্দুসভা কর্ত্তৃক "হিন্দুধর্ম্ম" গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ তত্ত্ব-সমূহ, সকলকে জ্ঞাপন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহার্ণব অনন্তরত্নের আকর। যদি কেহ শতায়ু হইয়া সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলেও উহার ইয়ত্তা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। সম্প্রতি সর্ব্বসাধারণে বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তদনুযায়ী কতকগুলি উপদেশ সংগৃহীত হইল মাত্র।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতা-সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথতর্কভূষণ এবং তেঁওতার অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় এই পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। আর কলিকাতাস্থ হিন্দুবিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের পূর্ব্বাভাসটী লিখিয়া দিয়াছেন এবং ইহার সমগ্র প্রুফ সংশোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

হিন্দুসভার কার্য্যালয়,
৩।১ নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্টলেন,
তালতলা, কলিকাতা।
কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩১০।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়।
হিন্দুসভার সম্পাদক
(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ)

সূচীপত্র।

হিন্দুধর্ম্ম।

পূর্ব্বাভাস।
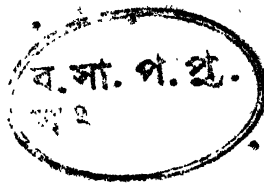
ধর্ম্ম শব্দ ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ যাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহার নাম ধর্ম্ম। কিন্তু, ধর্ম্ম সমস্ত পদার্থের অবলম্বন হইলেও, মানব-সমাজ যাহা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তাহাই আমাদের এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

এক একটী মানব-সমাজ, পরস্পর সম্বদ্ধ মনুষ্যের সমষ্টি মাত্র। যাহার অবলম্বন ব্যতীত প্রত্যেক মনুষ্য স্বীয় উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না তাহাই তাহার ধর্ম্ম। প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বকীয় উন্নতি লাভ করত সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়া সমাজকে উন্নত করা প্রয়োজন। কিন্তু, সমাজের পূর্ণতা-সাধন জন্য সমাজস্থ সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তিবিশেষের একাগ্রতা ও উৎসাহের সহিত জ্ঞানার্জ্জন, তপস্যা, ঈশ্বরোপাসনা, রাজ্যশাসন, যুদ্ধবিগ্রহ, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে এবং ভগবানের উপাসনার সহিত নিত্য নৈমিত্তিক করণীয় বিষয়ও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকলের যথাযথ অনুশীলন ও পালনে জনগণ দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্ হইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে।

শাস্ত্র অনুসারে, পরব্রহ্ম হইতে মানবগণ ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বেদ ই সকল ধর্ম্মতত্ত্বের প্রসূতি। বেদ অনাদি, ইহা পরব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বসিতের ন্যায় বিনির্গত। বেদ হইতে ঋষিগণ প্রথমতঃ মানবগণের কর্ত্তব্যের ও অকর্ত্তব্যের জ্ঞান লাভ করেন এবং পরিশেষে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ লাভের উপায় পর্য্যন্ত অবগত হইয়া ছিলেন।

কালক্রমে অতিদুরূহ বেদার্থ মানবজাতির অগম্য হইলে, জনসমাজ ধর্ম্ম-বিচ্যুত হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, ধর্ম্মশাস্ত্রকার মন্বাদি ঋষিগণ বেদার্থ স্মরণ করিয়া স্মৃতি প্রণয়ন করিলেন। উহাই বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিদান। অনন্তর, মহর্ষি বেদব্যাস, মানবসমাজে, বেদের মর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশ্যে, নানা ঋষি ও রাজর্ষির বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক পুরাণ রচনা করিলেন। বেদ ও স্মৃতির পর পুরাণ অনুসরণীয়। তন্ত্রশাস্ত্র মহাদেবের মুখবিনিঃসৃত। এই তন্ত্র-শাস্ত্রের মতানুসারে উচ্চ ও নীচজাতি সকলেরই ধর্ম্মানুসরণে সমান অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নানাবিধ ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষভাবে শক্তি-উপাসনা ও অন্যান্য দেবের অর্চ্চনা বিষয়ে তন্ত্রে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রে বর্ণিত ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রে, অধিকারভেদে বহুপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। বেদ এবং স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞাদি, পুরাণোক্ত দেবদেবীর অর্চ্চনা ও তন্ত্রোক্ত মহাশক্তির উপাসনা-প্রভৃতি সমুদায়ই হিন্দুর অনুষ্ঠেয়। তন্মধ্যে, রুচিভেদে যাঁহার যে দিকে মনের গতি, তিনি সেই পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

উপাসনা ব্যতীতও হিন্দুর অনুষ্ঠেয় অনেক কার্য্য শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। ঐ সকল অনুষ্ঠান-প্রণালী সুপরীক্ষিত। উহা অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে আধিব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত থাকিয়া, ধর্ম্মোন্নতি ও জীবনে পরম শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাস্ত্র অনন্ত, সুতরাং জ্ঞাতব্য বিষয় অসংখ্য। পক্ষান্তরে, লোকের জীবন সংক্ষিপ্ত, আবার, তন্মধ্যে বিঘ্নের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য আছে। এই জন্য, হিন্দুশাস্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক সারভূত রত্নসদৃশ শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা-পদ্ধতির কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া, ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সহিত এস্থলে যথাশক্তি প্রকাশ করিতে চেষ্টা হইতেছে। শাস্ত্রেও আছে :—

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

আমাদের হিন্দুসভার ইহাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা নহে। আমাদের করণীয় বিষয় অনেক আছে। ক্রমশঃ উহার আভাস প্রদান করা যাইবে। আপাততঃ আমরা হিন্দুশাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি,

আনুষ্ঠানিক ধার্ম্মিক গৃহস্থগণ উহা গ্রহণপূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া মনুষ্য জীবন সফল করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য, যিনি যে ভাবেই উপাসনা করুন না কেন, নিম্নলিখিত দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে জীবন যাপন করা মানব্ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈ র্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সংন্যাসী এই চতুর্বিধ আশ্রমীই এই দশ প্রকার ধর্ম্ম পালন করিবেন। এই দশটী লক্ষণ এই :—সন্তোষ, ক্ষমা, দম, অন্যায় রূপে কাহারও দ্রব্য গ্রহণ না করা, দেহ ও মনের পবিত্রতা, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করা, তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্য, ক্রোধত্যাগ।

যে প্রকার পৃথিবীর সমস্ত নদনদী নানাদিগ্‌দিগন্তে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে মহাসমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ যিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বরের উপাসনা করুন না কেন, এই কয়েকটী ধর্ম্মের লক্ষণ অনুসরণ করিয়া চলিলে তাঁহার পক্ষে অবশেষে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। সার কথা এই যে মনুর মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক, বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদি হইতে অধিগত শিষ্টাচার ও নিজের অন্তরাত্মার তৃপ্তি এই দুইটী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, হিন্দুশাস্ত্রের কর্ত্তব্য পালন ও অকর্ত্তব্য পরিহার হইতে পারে।

প্রথম অধ্যায়।

স্বাস্থ্য।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" অর্থাৎ শরীরই সকল ধর্ম্মসাধনের প্রথম উপায়। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের বিধান সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কতকগুলি উদ্ধৃত করা গেল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এই উপদেশটী আছে :—

চক্ষুর্জলঞ্চ ব্যায়ামঃ পাদাধস্তৈলমর্দ্দনম্।
কর্ণয়োর্ম্মূর্দ্ধ্নি তৈলঞ্চ জরাব্যাধিবিনাশনম্॥ ১।১৬।৩৬

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নেত্রদ্বয়ে জলসেক, ব্যায়াম, ও পাদদ্বয়ের অধোভাগে, কর্ণে ও মস্তকে তৈল মর্দ্দন করে, তাহার নিকট জরা ও ব্যাধি আগমন করিতে পারে না।

ব্যায়ামের আবশ্যকতা দেখাইয়া, শাস্ত্রকারগণ বলিতেছেন যে, সকলের পক্ষে ইহা সমান উপকারজনক নহে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, বালকগণ "ফুটবল" প্রভৃতি ক্রীড়াতে এতদূর রত হইয়াছে যে, তাহারা নিজের শারীরিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

শরীরচেষ্টা যা চেষ্টা স্থৈর্য্যার্থা বলবর্দ্ধিনী।
দেহব্যায়ামসংখ্যাতামাত্রয়ৈবতাং সমাচরেৎ।
বাতপিত্তাময়ো বালো বৃদ্ধোঽজীর্ণী চ তাং ত্যজেৎ॥

চরকসংহিতা—(সুস্থাধিকার ৭)

অর্থাৎ, শরীর চেষ্টা অবশ্য করা কর্ত্তব্য। নিয়মিতরূপ ব্যায়াম-দ্বারা শরীর-চালন করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও বলবৃদ্ধি হয়। বাতপিত্তরোগগ্রস্ত বালক, বৃদ্ধ ও অজীর্ণ-রোগী ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে।

আজ কাল ছাত্রগণের মন ইউরোপে প্রচলিত ব্যায়ামের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাহা অধিক ব্যয়সাধ্য এবং তাহা হইতে বালকদের মধ্যে

সৌখীনতা প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। ইহার পরিবর্ত্তে মুগুর-ঘুরাণ, হস্তযুদ্ধ, ডন্-ফেলা, সন্তরণ এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। উক্ত প্রকার ব্যায়ামাদিতে আমাদের দেশের লোককে এতকাল সুস্থ ও সবল রাখিয়া-ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে, ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহে বালকদের শিক্ষার জন্য যে সময় নিরূপিত হইয়াছে, তাহা এদেশের বালকদের স্বাস্থ্যের বিঘ্নজনক। বহুকাল হইতে মধ্যাহ্ন-ভোজন আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। উহার ব্যত্যয় হওয়াতে আমাদের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ, যাঁহারা সকালে ও বৈকালে অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সবল থাকেন। ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার সময় সম্বন্ধে, স্বদেশ হিতৈষীগণের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

শরীরকে রোগহীন রাখা সম্বন্ধে আর একটী উপদেশ এই—

খাতশীতোদকস্নায়ী সেবেত চন্দনদ্রবম্।

নোপয়াতি জরা তঞ্চ নিদাঘেঽনিলসেবিনম্॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১।১৬।৩৮

অর্থাৎ, যিনি নদীর শীতল জলে স্নান, চন্দনদ্রব ও নিদাঘ-সময়ে সমীরণ সেবন করেন, জরা তাঁহার নিকট আসিতে পারে না।

কিন্তু, এই ব্যবস্থাটী সকল সময়ের উপযোগী নহে। এই জন্য শাস্ত্রকার বলিতেছেন।

প্রাবৃষ্যুষ্ণোদকস্নায়ী ঘনতোয়ং ন সেবতে।

সময়ে চ সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১।১৬।৩৯

অর্থাৎ, যিনি বর্ষাকালে ঘন মেঘাম্বু সেবন না করিয়া উষ্ণোদকে স্নান ও যথা-সময়ে আহার করেন, তাঁহার শরীরে জরা প্রবেশ করিতে পারে না।

শরদ্রৌদ্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ ভ্রমণং তত্র বর্জ্জয়েৎ।

খাতস্নায়ী সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ১।১৬।৪০

অর্থাৎ, যিনি শরৎ কালে রৌদ্র সেবন ও ভ্রমণ বর্জ্জন করিয়া খাত জলে স্নান ও মিতাহার করেন, তাঁহার নিকট জরা আগমন করিতে পারে না।

অতি প্রত্যুষে শয়ন হইতে গাত্রোত্থান করা উচিত; কিন্তু, তাহা পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে। তৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ সুস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ॥

চরকসংহিতা সুস্থাধিকার ১ম।

অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তি পরমায়ু রক্ষার জন্য ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিবে, তৎ-পরে শরীরের স্বাস্থ্য বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া শৌচ কার্য্য করিবে।

উদ্বর্ত্তনং ততঃ কার্য্যং ততঃ স্নানং সমাচরেৎ।
উষ্ণাম্বুনাধঃকায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ॥
তেনৈবতূত্তমাঙ্গস্যাবলকৃৎ কেশচক্ষুষাম্॥

চরকসংহিতা সুস্থাধিকার ৮।

তৎপরে উদ্বর্ত্তন, অর্থাৎ নির্ম্মলীকরণ দ্রব্য দ্বারা গাত্র ঘর্ষণ করিয়া স্নান করিবে, উষ্ণজল দ্বারা দেহের অধোভাগ সেচন করিবে, মস্তকে শীতল জল দিবে। মস্তকে উষ্ণ জল সেক করিলে, কেশ ও চক্ষুর হানি হয়।

ভুক্ত্বা রাজবদাসীতযাবন্ন বিকৃতং গতঃ।
ততঃ শতপদং গত্বা বামপার্শ্বে তু সংবিশেৎ॥ বৈদ্যকঃ

অর্থাৎ, ভোজনান্তে রাজার ন্যায় বসিবে, যাবৎ ভুক্তান্ন বিকার প্রাপ্ত না হয়। তদনন্তর একশত পদ গমন করিয়া বাম পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিবে।

স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কেবল উপদেশ দিয়া প্রাচীন ঋষিগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যে ভাবে ছাত্রগণ তাঁহাদের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিত, তাহাতেই বালক-দের স্বাস্থ্যবিধান হইত।

শয্যা হইতে উঠিয়া মুখপ্রক্ষালনের পর, ছাত্রকে শৌচের জন্য দূরে যাইতে হইত। পরে, দন্তধাবন করিয়া পুষ্প, তুলসী ও বিল্বপত্র আহরণ করিতে হইত। তদনন্তর পুষ্প ও বস্ত্রাদি লইয়া গুরুর সহিত নদী কিংবা সরোবরে যাইতে হইত। তথায়, স্নান ও আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া শিষ্য ঋষির কুটীরে প্রত্যাগমন করিত। এই সকল কার্য্যের দ্বারা বালকের স্বাস্থ্যবিধান হইত। প্রভাতে উঠিয়া মল-মূত্র-ত্যাগের জন্য দূরে গমন করাতে ব্যায়ামের কার্য্য হইত। পথে, উদ্যানে, ফুলের এবং তুলসী ও বিল্বপত্রের গন্ধে মন প্রফুল্ল ও শরীর সুস্থ হইত। আবার

নদী কিংবা সরোবরের দিকে ভ্রমণে ও বায়ু সেবনে এবং বিশুদ্ধ সলিলে স্নানে শরীর স্নিগ্ধ হইত। তখন মন প্রফুল্ল ও শরীর স্নিগ্ধ হইলে ছাত্রের অন্তঃকরণ ভগবানের আরাধনার উপযোগী হইত।

বর্ত্তমান সময়ে, এ দৃশ্য কিয়ৎপরিমাণে, কোন কোন স্থানে দেখা গিয়া থাকে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের জীবন কতক পরিমাণে এই ভাবে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই প্রণালী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালী হইতে আমাদের সমাজে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। একেত শাস্ত্রীয় শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ ছাত্রের মন ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইতেছে। তাহার উপর, প্রাতে দশ ঘটিকার সময় ইংরেজীবিদ্যালয়ে গমন জন্য প্রস্তুত হইতে ও পাঠাভ্যাস করিতে হইবে। সুতরাং ছাত্রেরা এখন ইচ্ছা থাকিলেও পুষ্পাদির চয়ন এবং রীতিমত আহ্নিক করিবার সময় পায়না।

সদাচার।

সদাচার-সম্পন্ন হইলে, লোকে আনুষঙ্গিক ভাবে স্বাস্থ্য সুখ ভোগ করিতে পারে এই বিবেচনায় নিম্নলিখিত কয়েকটী উপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে :—

নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা। মনু, অধ্যায় ৪

অর্থাৎ, মলমূত্র জলমধ্যে পরিত্যাগ করিবে না অথবা থুথু ফেলিবে না। বিষ্ঠা-মূত্রাদি-লিপ্ত বস্ত্র তাহাতে ধৌত করিবে না এবং রক্ত বা কোন প্রকার বিষ ও তাহাতে নিক্ষেপ করিবে না।

দূরাদাবসথান্ মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনম্।
উচ্ছিষ্টোৎসর্জ্জনং চৈব দূরে কার্য্যং হিতৈষিণা॥

অর্থাৎ যে নিজের হিতেচ্ছা করে সে বাসগৃহ হইতে দূরে মূত্রাদি ত্যাগ, পাদ-প্রক্ষালন এবং উচ্ছিষ্ট বস্তু সকল নিক্ষেপ করিবে।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্ বাচং মনঃ-পূতং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ, পথে অপবিত্র দ্রব্য না মাড়াইবার জন্য দেখিয়া পদ নিক্ষেপ

করিবে, বস্ত্র দ্বারা জল ছাঁকিয়া পান করিবে, সত্য কথা কহিবে, এবং যাহাতে মন প্রসন্ন থাকে, সেই প্রকার আচরণ করিবে।

উপানহৌ চ বস্ত্রঞ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
ব্রহ্মচারী চ নিত্যং স্যাৎ পাদং পাদেন নাক্রমেৎ।
অন্যস্য চাপ্যবস্নাতং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব,

অর্থাৎ, অন্যের পরিহিত বস্ত্র ও পাদুকা পরিধান করিবে না। আহারাদি বিষয়ে সংযত থাকিবে। চরণদ্বারা চরণ চাপিয়া থাকিবে না। অন্যকর্ত্তৃক স্নাত জল দূরে পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ, সে জলে কদাচ স্নান করিবে না।

অনায়ুষ্যো দিবাস্বপ্নস্তথাভ্যুদিতশায়িতা।
প্রগে নিশামাশু তথা যে চোচ্ছিষ্টাঃ স্বপন্তি বৈ॥

মহাভাঃ অনুশাসন পর্ব্ব,

অর্থাৎ, দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয়ে শয়ন আয়ুর ক্ষয়কর হয়। প্রত্যূষে শয়ন ও রাত্রি কালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষেধ।

প্রসাধনঞ্চ কেশানামঞ্জনং দন্তধাবনম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ পূজনম্॥

অর্থাৎ, কেশ ও নেত্র-সংস্কার, দন্তধাবন ও দেবপূজা প্রাতঃকালেই করা উচিত।

মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদাস্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ॥

অর্থাৎ, মত্ত, ক্রোধান্ধ এবং ব্যাধিযুক্ত লোকের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না। আর কোন কীটাদি-সংযুক্ত কিংবা পদস্পর্শাদি-দূষিত অন্নও ভোজন করিবে না।

অবৈধ আচরণ করিলে, শরীরে স্বাস্থ্যহানি হয়, এই বিবেচনা করিয়া, শাস্ত্রকারগণ উহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিরত থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে :—

পাপানাং ব্যাধিভিঃ সার্দ্ধং মিত্রতা সততং ধ্রুবম্।
পাপং ব্যাধি-জরা-বীজং বিঘ্নবীজঞ্চ নিশ্চিতম্॥ ১।১৬।৫০

অর্থাৎ, ব্যাধিনিচয়ের সহিত পাপের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত আছে। ব্যাধি, জরা অথবা অন্য যে কোনরূপ অনিষ্ট হউক না কেন, পাপই তৎ সমুদায়ের কারণ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে, শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ক্রুটী করেন নাই। যথা :—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
উত্থায়াচম্য তিষ্ঠেত পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং কৃতাঞ্জলিঃ।
এবমেব পরাং সন্ধ্যাং সমুপাসীত বাগ্‌যতঃ॥

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব।

অর্থাৎ, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম এবং অর্থ চিন্তা করিবে; গাত্রোত্থান করিয়া আচমন করত, কৃতাঞ্জলি-পুটে বাগ্‌যত হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবে এবং সেইরূপে সায়ং সন্ধ্যা ও করিবে।

সুস্থঃ প্রশান্তচিত্তস্তু কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
অভীষ্টদেবতানান্তু কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৩।১১।৮৮

অর্থাৎ, মনুষ্য আহারান্তে আসন পরিগ্রহ করিয়া সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া আপনার অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিবে।

উদ্যম।

শারীরিক-স্বাস্থ্য-বিধান এবং ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ সকল প্রদান করিয়া শাস্ত্রকারগণ মনুষ্যকে উদ্যমশীল হইবার জন্য ইত্যাকার হিতবাক্য বলিতেছেন :—

উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥ হিতোপদেশ।

অর্থাৎ, কার্য্য সকল উদ্যোগে সিদ্ধ হয়, কেবল মনে মনে চিন্তা করিলে সিদ্ধ হয় না। দেখ, নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ কখন স্বয়ং প্রবেশ করে না।

উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

অর্থাৎ, যিনি উদ্যোগী তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ করেন, কেবল কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে দৈব অর্থাৎ অদৃষ্ট হইতে ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে। দৈবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সাধ্যানুসারে পরিশ্রম কর ; যত্ন করিলেও যদি সিদ্ধ না হয়, তাহাতে দোষ কি ?

শ্বঃ কার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বা কৃতম্॥ বিঃ সং।

অর্থাৎ, আগামী কল্যের কার্য্য অদ্যই সম্পন্ন করিবে এবং পরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করিবে, যে হেতু কোন কার্য্য সম্পন্ন হউক বা না হউক মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না।

তিলে তৈলং গবি ক্ষীরং কাষ্ঠে পাবকমন্ততঃ।
ধিয়া ধীরো বিজানীয়াদুপায়ঞ্চাস্য সিদ্ধয়ে॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে পশ্চাৎ কারকস্তত্র সিদ্ধয়ে।
তাং সিদ্ধিমুপজীবন্তি কর্ম্মজামিহ জন্তবঃ॥

বনপর্ব্ব ৩২।২৭।২৮

অর্থাৎ, পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা তিলে তৈল, গবীতে দুগ্ধ ও কাষ্ঠে পাবক সমুৎপন্ন হয় বুঝিতে পারিয়া ঐ সমুদয় প্রস্তুত করিবার উপায় ও স্থির করেন, পরে স্থিরীকৃত উপায় সহকারে কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ প্রাণিগণ কর্ম্ম-সিদ্ধি করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে”।

উদ্যম সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্বন্ধে এবম্প্রকার উপদেশ দিয়া শাস্ত্র-কারগণ অন্যায়-উপার্জ্জিত ধনের অসারতা দেখাইতেছেন।

অপহৃতং পরস্বং হি যস্তু দানং প্রযচ্ছতি।
স দাতা নরকং যাতি যস্যার্থস্তস্য তৎফলম্॥

গরুড়পুরাণ ১।১১৪।৬৮

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পরস্ব অপহরণ করিয়া দান করে, সেই দাতা নরকে গমন করে, এবং যাহার অর্থ সেই ব্যক্তিরই দানের ফললাভ হয়।

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

বনপর্ব্ব ২৬৮।৩৩

অর্থাৎ, অন্যায়ে উপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে ব্যক্তি দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে দান ধর্ম্ম তাহাকে পাপজনিত মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত ধনের অতি অল্প অংশেরও সদ্ব্যবহার হইলে তাহার কি-প্রকার ফল উহা এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে :—

পাত্রে দানং স্বল্পমপি কালে দত্তং যুধিষ্ঠির।
মনসা হি বিশুদ্ধেন প্রেত্যানন্ত-ফলং স্মৃতম্ ॥ বনপর্ব্ব ২২৮৷৩৪

অর্থাৎ, হে যুধিষ্ঠির! দানের পাত্রকে উপযুক্ত অবসরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে, ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত ধন অল্পমাত্র দান করিলেও দাতার অনন্ত ফললাভ হইয়া থাকে।

মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিস্তর উপদেশ আছে। তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল :—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ২৩
ন মিথ্যা ভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

অর্থাৎ, গৃহী ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। তিনি যে যে কর্ম্ম করিবেন সমুদয়ই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। তিনি মিথ্যা কথা কহিবেন না, শঠতা করিবেন না এবং দেবতা ও অতিথি পূজায় তৎপর থাকিবেন।

পিতা, মাতা ও আচার্য্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ এই :—

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে ॥

মনু, ২য় ২২৭।২২৮

অর্থাৎ, সন্তানের জন্য মাতা পিতা যে প্রকার ক্লেশ স্বীকার করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহা পরিশোধ করিতে পারে না। প্রত্যহ পিতা মাতার প্রিয় অনুষ্ঠান করিবে, আচার্য্যের প্রতি ও এইরূপ ব্যবহার করিবে। এই তিন জন সন্তুষ্ট থাকিলে সমুদায় তপস্যা সম্পূর্ণ হয়।

মাতরং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পিতুশ্চাপ্যধিকং তথা।
মাতুঃ পরং গুরুঞ্চৈব পূজয়েদ্ভক্তিযোগতঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৪।৮২।২০

অর্থাৎ, মনুষ্য ভক্তি সহকারে পিতা অপেক্ষা মাতাকে এবং মাতা অপেক্ষা গুরুকে পূজা করিবে।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

অর্থাৎ, গৃহী ব্যক্তি মাতা ও পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিয়া অতি যত্নে সকল সময় সেবা করিবেন।

আসনং শয়নং বস্ত্রং পানভোজনমেব চ।
তত্তৎ সময়মুদ্বীক্ষ্য মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ॥ কালীতন্ত্র।

অর্থাৎ, সন্তান উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মাতা পিতাকে, আসন শয্যা, পানীয় জল ও খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি প্রদান করিবে।

শ্রাবয়েৎ মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥ কালীতন্ত্র।

অর্থাৎ, কুলপাবন সৎপুত্র পিতা মাতাকে মৃদু বাক্য শুনাইবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় অনুষ্ঠান করিবে এবং আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্॥ কালীপুরাণ।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপনার হিত ইচ্ছা করে, সে কখন পিতা মাতার সমক্ষে ঔদ্ধত্য-প্রকাশ বা পরিহাস করিবে না এবং অপর কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ বা ভর্ৎসনা করিবে না।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥ কালীপুরাণ।

অর্থাৎ, পুত্র মাতা পিতাকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত গাত্রোত্থান করিবে, তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে আসনে উপবিষ্ট হইবে না এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিবে।

বিদ্যা-ধন-মদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্ব-ধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ কালীপুরাণম্

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিদ্যামদে ও ধনমদে মত্ত হইয়া মাতা পিতাকে অবহেলা করে, সে সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে।

অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমঃ।
উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ॥
উক্তোঽপি কুরুতে নৈব সপুত্রো মল উচ্যতে॥

অর্থাৎ, যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া আজ্ঞা পাইবার পূর্ব্বে কার্য্য করে সে উত্তম, যে পিতার আজ্ঞা পাইয়া তদনুসারে কার্য্য করে সে মধ্যম এবং যে পিতার আজ্ঞা পাইয়া ও কার্য্য করে না তাহাকে পিতার মল বলে।

পিতা মাতার সেবা সম্বন্ধে মহামনা ব্যক্তিগণ যে সকল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। ধর্ম্মপুরাণে এই বৃত্তান্তটী আছে:—প্রাচীনকালে তপোদেব নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কৃতবোধ নামে একটী মাত্র পুত্র ছিল। কৃতবোধ যৌবনে পদার্পণ করিলে, তপোদেব তাঁহার উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা করিলেন। পুত্রটী নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুপণ্ডিত হইলেন। ইহা দেখিয়া তপোদেব আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। কিন্তু কৃতবোধ তাঁহার পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করা দূরে থাক্, তাঁহার মনে দারুণ আঘাত প্রদান করিলেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তপঃসাধন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তপোদেব তাহার পুত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, দেখ, আমার ও আমার স্ত্রীর বৃদ্ধাবস্থা, তুমি বিবাহ করিয়াছ, আমাদের প্রতিপালনের ভার তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি এ সময়ে গৃহ ত্যাগ করিলে, আমাদের গতি কি হইবে? ব্রাহ্মণের তপস্যা করা যেমন কর্ত্তব্য, পরিজনগণকে পালন করাও সেই প্রকার কর্ত্তব্য। একটী কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া অপরটী পালন করা কি উচিত? অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিও না।

কৃতবোধ পিতার আদেশ শুনিলেন না। তিনি গঙ্গাতীরে তপোনিরত হইয়া রহিলেন। কথিত আছে যে, তপস্যায় তাঁহার অনেক বৎসর অতিবাহিত হইল, তিনি নিশ্চল ভাবে আছেন দেখিয়া, তাঁহার কেশের মধ্যে পক্ষিগণ বাসা করিয়া

রহিল, বল্মীক তাঁহার শরীরকে আবৃত করিল, অন্যান্য প্রাণিগণও তাঁহার কেশ-মধ্যে অবস্থিতি করিয়া শাবক উৎপাদন করত স্থানান্তরে যাইতে লাগিল। একদা বৃষ্টি-নিবন্ধন কৃতবোধের শরীরস্থ বল্মীকের মাটি গলিয়া পড়াতে তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ হইল। তখন তিনি নিজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। পরে গঙ্গায় স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কৃতবোধের শরীরে বকের বিষ্ঠা নিপতিত হইল। ইহাতে তিনি কোপান্বিত হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার কোপ-দৃষ্টিতে বক ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

এই ঘটনাতে, কৃতবোধের মনে অহঙ্কারের উদয় হইল। যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন হওয়াতে, তিনি এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, একটী বালক একজন বৃদ্ধের পদসেবা করিতেছে। বালকটী উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা না করাতে, কৃতবোধ তাহার উপর খর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহা দেখিয়া বালকটী বলিল, আপনি ক্রোধ করিবেন না, আমি এখন পিতার সেবা করিতেছি। তিনি গাত্রোত্থান করিলে পর আপনার যথাবিহিত সৎকার করিব। ইহা শুনিয়াও কৃতবোধের ভাবান্তর হইল না দেখিয়া বালকটী বলিয়া উঠিল। পিতার সেবাই পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য। আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া আমার কি করিবেন? আমি বক নই যে ভস্ম হইব। বালকের কথায় কৃতবোধ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি বালকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি ঘটনাটী কি প্রকারে জানিতে পারিলে? বালকটী তাঁহাকে বারাণসীস্থ তুলাধর নামক ব্যাধের নিকট যাইতে বলিল।

কৃতবোধ সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে আহারাদি করিয়া বারাণসীতে, তুলাধরের কাছে গমন করিলেন। তুলাধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কথোপকথন করিতে করিতে কৃতবোধ-সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমুদয় বর্ণনা করিলেন। ইহাতে কৃতবোধ আরও অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এ সকল কি প্রকারে জানিতে পারিলে? তুলাধর বলিল, আমি ব্যাধ, অতিনীচজাতীয়, তপস্বী ও নহি, পণ্ডিতও নহি। কোন মুনির উপদেশ অনুসারে আমি আমার পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকি। ইহাই আমার তপস্যা এবং ইহাই আমার ধর্ম্ম। ইহার ফলেই আমি দূরের ঘটনা সকল

জানিতে পারি। আপনি পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হউন, তাহাই প্রকৃত তপস্যা।

দাক্ষিণাত্যে পণ্ঢরপুর তীর্থের ইতিহাস এই বৃত্তান্তটী আছেঃ—পুণ্ডরীক নামে একজন ব্রাহ্মণ নিজ পিতা মাতার সহিত ডিণ্ডিরি-বনে বাস করিতেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বৎসরে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি প্রথমে পিতা মাতার যথেষ্ট সেবা করিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্ত্রীর বশীভূত হইয়া পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদিগকে সাংসারিক কার্য্য করিতে হইত এবং খাওয়া পরাতেও তাঁহাদের কষ্ট হইতে লাগিল। পুণ্ডরীক তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা করিলেও তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে বাধা পাইতেন। জাস্নুদেব এবং সত্যবতী এ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া পুণ্ডরীকের সম্মতি লইয়া গোপনে তীর্থ যাত্রা করিলেন। কিছু পরে ইহাদের তীর্থ যাত্রার কথা অবগত হইয়া পুণ্ডরীকের স্ত্রীও তীর্থ-দর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে উভয়ে ঘোটক আরোহণে যাত্রা করিল এবং জাস্নুদেব ও সত্যবতীর সহিত মিলিত হইল।

জাস্নুদেব ও সত্যবতীর যন্ত্রণা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল। পুত্র ও পুত্রবধূর কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাদিগকে ঘোড়ার সেবা করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কাশীধামের দক্ষিণে কুক্কুটস্বামীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা থাকিবার স্থান পাইলেন। আহারাদির পর সকলে শয়ন করিয়াছেন এমন সময়ে পুণ্ডরীকের দৃষ্টি অঙ্গনের দিকে নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, চারিজন কুৎসিত রমণী মলিনবেশে স্বামীজীর নিকট গমন করিল। কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদিগকে সুরূপা ও সুবেশা বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া পুণ্ডরীক বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেনঃ—"তোমাদের ন্যায় পাপীদিগকে দেখিয়া আমরা মলিন হইয়াছিলাম, পরে স্বামীজীর দর্শনলাভে আমরা সুন্দর দেহ পাইয়াছি। তুমি কি জাননা যে পিতা মাতার ঋণ কোন প্রকারে পরিশোধ করা যায় না? তাঁহাদের সেবা করা দূরে থাক্, তুমি তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেছ। ব্রহ্মহন্তা ও পুত্রহন্তাকেও আমরা রক্ষা করিতে

পারি। কিন্তু গুরুদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীকে আমরা কোন প্রকারে নিষ্কৃতি দিতে পারি না।”

তখন পুণ্ডরীক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বামীজী কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন এবং আপনারাই বা কে? রমণীগণ বলিলেন যে, পিতা মাতার সেবা করিয়া স্বামীজী পবিত্র হইয়াছেন। আমাদের নাম, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও গোদাবরী। উহা অবগত হইয়া পুণ্ডরীক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নদীতে কি প্রকারে পাপ স্পর্শে? তাঁহারা বলিলেন যে, তোমার ন্যায় পাপী আমাদের জলে অবগাহন করিলে আমরা পাপে মলিন হই। স্বামীজীর ন্যায় পুণ্যবান্ ব্যক্তির দর্শনে আমাদের মলিনতা দূর হয় এবং আমরা পবিত্র হই। অনন্তর রমণীগণ পুণ্ডরীককে পিতা মাতার সেবা করিতে বলিলেন, এবং ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, সেরূপ কার্য্য না করিলে তীর্থ-দর্শনে কোন ফল হইবে না। আর পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে তীর্থ-দর্শনে কোন ফল নাই। এই কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহারা অন্তর্ধান করিলেন।

পরে পুণ্ডরীক গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পিতা ও মাতাকে ঘোটকের উপর বসাইয়া তিনি সস্ত্রীক পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া তিনি একমনে পিতা মাতার সেবা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর সহ পুণ্ডরীকের কুটীরে আগমন করিলেন। পিতা মাতার সেবায় অন্যমনস্ক থাকাতে, পুণ্ডরীক তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু, বাসুদেব দেখিতে পাইয়া পুণ্ডরীককে অভ্যর্থনা করিতে বলিলেন। পুণ্ডরীক তাঁহার সেবাব্রত পরিত্যাগ করিলেন না, তবে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর সমক্ষে একখানি ইষ্টক রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা ইহার উপর দাঁড়াইলেন। পিতা মাতার কার্য্য শেষ করিয়া পুণ্ডরীক শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পুণ্ডরীকের জনকজননীর সেবায় একাগ্রতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পিতৃ-সত্য পালন জন্য শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যত্যাগ ও চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, ও ভীষ্মদেবের পিতার জন্য চির-ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ বর্ণিত আছে। অন্যান্য কত মহাত্মা পিতা মাতার সেবায় আপন আপন জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অনুপম প্রভায় দীপ্তি পাইতেছে।

অন্যান্য পূজার্হ ও, মানার্হ ব্যক্তিগণের প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য এই :—

জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো ভ্রাতা মৃতে পিতরি শৌনক।
সর্ব্বেষাং স পিতা হি স্যাৎ সর্ব্বেষামনুপালকঃ॥

গরুড়পুরাণ ১।১১৪

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠের কীদৃশ ভক্তি দেখাইতে হয়, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরতাদির এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমাদির ব্যবহারে সমুজ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এ স্থলে বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপচন্দ বাহাদুরের ব্যয়ে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে ভরত সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করা হইল। বশিষ্ঠদেব এক সভা আহুত করিয়া ভরতকে বলিলেন—"তুমি অমাত্য-দিগকে প্রমুদিত করতঃ পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর, শীঘ্র স্বয়ং অভিষিক্ত হও"। ইহার প্রত্যুত্তরে ভরত বলিলেন—"যিনি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানেই তৎপর আছেন, মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি সেই ধীমানের রাজ্য হরণ করিতে পারে? যে, রাজা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে কি প্রকারে পরের রাজ্য অপহরণ করিবে? এই রাজ্য রামের এবং আমিও তাঁহার অধীন। হে মহর্ষে! এরূত স্থলে আমাকে ধর্ম্মসঙ্গত-বাক্য বলাই আপনার উচিত"। পরে ভরত চীর, জটা ও অজিন ধারণ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আনিবার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁহার অনুনয় বিনয় শুনিলেন না, তখন তিনি একযোড়া হেমভূষিত পাদুকা শ্রীরামচন্দ্রের চরণে পরাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ বলিলেন—"হে বীরবর রঘুনন্দন! আমি চতুর্দ্দশ বৎসর জটা বল্কলধারী হইয়া ফল মূল ভোজন করতঃ আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনার পাদুকাদ্বয়ে রাজ্য ব্যাপার সমর্পণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে বাস করিব। যে দিন চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইবে, সেই দিবস যদি আপনাকে দর্শন করিতে না পাই, তবে হুতাশনে প্রবেশ করিব।" ইহা বলা বাহুল্য যে, ভরত এই ভাবে চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ রাজ্য প্রত্যর্পণপূর্ব্বক অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠস্তত্র সর্ব্বোঽপি সমত্বেনানুবর্ত্ততে।
সমোপভোগজীবেষু যথৈব তনয়স্তথা॥ গরুড়পুরাণ ১।১১৪

অর্থাৎ, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তন করিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কনিষ্ঠকে আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিবেন।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

মনুসংহিতা ৮৫৭

অর্থাৎ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জায়া কনিষ্ঠের পক্ষে মাতৃতুল্যা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে পুত্রবধূতুল্যা হন।

বিদ্যা কর্ম্ম বয়ো বন্ধু বিত্তৈর্ম্মান্যা যথাক্রমম্।
এতৈঃ প্রভূতৈঃ শূদ্রোঽপি বার্দ্ধকে মানমর্হতি॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।১১৫

অর্থাৎ, বিদ্যা, কর্ম্ম (শ্রৌত স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ) বয়স, বন্ধুতা (পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ) ও বিত্ত, এই সকল থাকাতে, লোক যথাক্রমে, মানার্হ হইয়া থাকেন। এই সকল গুণ প্রচুরপরিমাণে থাকিলে শূদ্রও বার্দ্ধক্যে মান্য হইতে পারেন।

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

মনুসংহিতা ২।১৫৬

অর্থাৎ, যাহার মাথার চুল পাকিয়াছে, সেই যে বৃদ্ধ এমন নহে, যুবাও যদি বিদ্বান্ হন, তাঁহাকেও দেবতারা বৃদ্ধ বলেন।

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥ ঐ ২।১১৯

অর্থাৎ, বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির শয্যায় শয়ন বা আসনে উপবেশন করা উচিত নহে, তাহাতে অকল্যাণ হয়। গুরুতর লোক সমাগত হইলে, কনিষ্ঠ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন।

অবাচ্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ।
ভো ভবৎ পূর্ব্বকস্ত্বেনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ॥ মনু ২।১২৮

অর্থাৎ, দীক্ষিত ব্যক্তি বয়সে ছোট হইলেও, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার নাম লইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিবেন না। কিন্তু ভো ভবান্ (অর্থাৎ আপনি, মহাশয় প্রভৃতি সম্মানসূচক) শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিবেন।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।

চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যাযশোবলম্‌॥ ঐ ২।১২১

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সমাগত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে যথাবিহিত অভিবাদন করেন, তাঁহার আয়ুঃ, বিদ্যা, যশঃ ও বল এই চারিটী পরিবর্দ্ধিত হয়।

পরিজনবর্গ এবং অন্যান্য ব্যক্তি সম্বন্ধে, শাস্ত্রকারগণ গৃহীর কর্ত্তব্য বিষয়ে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন :—

গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।

পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮ম উল্লাস।

অর্থাৎ, গৃহী ব্যক্তি দারাকে রক্ষা করিবে, পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে এবং আত্মীয় বন্ধুগণকে পোষণ করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। কন্যাকেও এই প্রকারে (অর্থাৎ পুত্রবৎ) পালন করিবে এবং অতিযত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। পরে, তাহাকে ধনরত্ন-সমন্বিতা করিয়া জ্ঞানবান্ পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করিবে।

সৎপাত্রে কন্যা-সম্প্রদান-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন ;—

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্‌ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।

নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ৯৮৯ মনু সং

অর্থাৎ, বরং কন্যা ঋতুমতী হইয়াও যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তথাপি তাহাকে গুণবিহীন পাত্রে সমর্পণ করিবে না।

নানুরূপায় পাত্রায় পিতা কন্যাং দদাতি চেৎ।

কামলোভাদ্ভয়ান্মোহাৎ শতাব্দং নরকং ব্রজেৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৪।৪১

অর্থাৎ, যদ্যপি পিতা, কাম, লোভ, ভয় কিংবা মোহ বশতঃ নিজ কন্যাকে অপাত্রে সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শত বৎসর নরকভোগ করিতে হয়।

বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা।

দরিদ্রায় চ মূর্খায় রোগিণে কুৎসিতায় চ॥

অত্যন্তক্রোপযুক্তায় চাত্যন্তদুর্ম্মুখায় চ।
পঙ্গুলায়াঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিরায় চ॥
জড়ায় চৈব মূকায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে।
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোপি যশ্চ কন্যাং দদাতি চ॥

ব্রহ্ম বৈ. পু. ২।১৬

অর্থাৎ, গুণহীন, বৃদ্ধ, জ্ঞানহীন, দরিদ্র, মূর্খ, রোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত কোপন, অত্যন্ত দুর্ম্মুখ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মূক, ক্লীবতুল্য ও অধার্ম্মিক পাত্রে যে ব্যক্তি কন্যা সম্প্রদান করে, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হয়।

গৃহী দদাতি স্বসুতাং রাজ্যসম্পত্তিশালিনে।
কন্যকাং দুঃখিনীং দৃষ্টা কন্যাঘাতী ভবেৎ পিতা॥ ঐ ১।৪১

গৃহীব্যক্তি যদ্যপি রাজ্যসম্পত্তিশালী পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেও সে পাত্র মনোমত না হওয়াতে, কন্যা যদি দুঃখে জীবন যাপন করে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ কন্যার বধভাগী হয়।

দম্পতীধর্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই:—

স্যাদ্ধর্ম্মার্থকামেষু দম্পতীভ্যামহর্নিশং।
একচিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রতবৃত্তিতঃ॥ ব্যাসসংহিতা ২।১৮

অর্থাৎ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটী পুরুষার্থ লাভের জন্য, স্ত্রী-পুরুষ এক-মনে সমান ব্রত অবলম্বন করিবে।

সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ॥
কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরা গতিঃ॥

অর্থাৎ, প্রিয়ংবদা স্ত্রী অসহায়ের সখা স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতা স্বরূপ, আর্ত্ত-জনের মাতা স্বরূপ এবং কান্তারে আশ্রয় স্বরূপ। যাহাদের স্ত্রী আছে তাঁহারা সকলের বিশ্বাসভাজন। সুতরাং ভার্য্যাই পুরুষের পরমগতি।

নহি কান্তাৎ পরোবন্ধুর্ন হি কান্তাৎ পরঃ প্রিয়ঃ।
নহি কান্তাৎ পরো দেবো নহি কান্তাৎ পরোগুরুঃ॥

নহি কান্তাৎ পরো ধর্ম্মো নহি কান্তাৎ পরং ধনম্।
নহি কান্তাৎ পরাঃ প্রাণা ন কঃ কান্তাৎ পরঃ স্ত্রিয়াঃ ॥
ব্র. বৈ. পুরাণ ৪।১৭

অর্থাৎ, নারীর পক্ষে পতিতুল্য পরম বন্ধু, পতিতুল্য পরম প্রিয়, পতিতুল্য পরম দেবতা, পতিতুল্য পরম গুরু, পতিতুল্য পরম ধর্ম্ম, পতিতুল্য পরম ধন, পতিতুল্য পরম প্রাণ এবং পতিতুল্য পরমবস্তু আর নাই।

ব্রতং পতিব্রতানাঞ্চ পতিসেবা পরং তপঃ।
যথা পুত্রঃ পরপতিরেষ ধর্ম্মশ্চ যোষিতাম্ ॥ ঐ ৪।৫৯

অর্থাৎ, পতিব্রতা নারীর পক্ষে পতিসেবাই পরমব্রত ও পরমতপস্যা। নারীগণ পরপতিকে পুত্রের ন্যায় দেখিবে, ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম।

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা,
সা ভার্য্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥ গরুড়পুরাণ।

অর্থাৎ, যিনি গৃহকার্য্যে নিপুণা তিনিই যথার্থ ভার্য্যা, যিনি প্রিয় বাক্য বলেন তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, যিনি পতিপ্রাণা তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা এবং যিনি পতিব্রতা তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা।

সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাচ্ছ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্ত্তৃতৎপরা ॥ যাজ্ঞবল্কসংহিতা।

অর্থাৎ, স্ত্রীলোক গৃহের দ্রব্য সকল গুছাইয়া রাখিবে, গৃহ কাজে দক্ষা হইবে, হাস্য মুখে থাকিবে, অতিব্যয়পরাঙ্মুখী হইবে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের পদ বন্দনা করিবে এবং পতির বশীভূতা হইয়া সকল কার্য্য সমাধা করিবে।

পতিব্রতা নারীর ধর্ম্ম শাণ্ডিলীর দৃষ্টান্তে বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। দেবলোকবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেবি! তুমি কোন্ পুণ্যফলে এই দেবালোকে আগমন করিলে? ইহার উত্তরে শাণ্ডিলী বলিলেন :—দেবি! আপনি এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে শিরোমুণ্ডন বা জটাবল্কলাদি ধারণ করিয়া আমি দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আমার স্বামীর প্রতি কখন অহিত বা কটু বাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমি সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া একমনে, দেববৃন্দ, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজায় নিযুক্ত থাকিতাম এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম। আমি কখন মনোমধ্যে

কুটিল ভাব রাখিতাম না। কখন বাহিরে দণ্ডায়মান বা কাহারও সহিত অধিক ক্ষণ কথোপকথন করিতাম না। কখন কোন স্থানে হাস্যজনক ও অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম না। আমার স্বামী স্থানান্তর হইতে ক্রুতগমন করিলে আমি সমাহিতচিত্তে আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে উচিতমত পূজা করিতাম। তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত ভক্ষ্য কিংবা লেহ্য দ্রব্য আমি পরিত্যাগ করিতাম। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বয়ং কিংবা অন্যের দ্বারা পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনগণের যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক তাহা সম্পাদন করিতাম। আমার স্বামী বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ সংস্কার এবং গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্য সাধনে তৎপর না হইয়া, সর্ব্বদা একাগ্র মনে নানাপ্রকার মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি সুখে নিদ্রা যাইতেন, আমার কোন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গমন করিতাম না। পরিবার প্রতিপালন সম্বন্ধে তাঁহাকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিতাম না। গৃহের কোন গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিতাম না এবং সর্ব্বদা বাটীটী পরিষ্কার রাখিতাম।

নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল, এখন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ও অন্যান্য আত্মীয় জনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটী শাস্ত্রীয় উপদেশ বিবৃত করা যাইতেছে।

কলাংশাংশ-সমুদ্ভূতং প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং ২।১

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডস্থিত স্ত্রীলোক, হয় প্রকৃতির অংশ, না হয় প্রকৃতির অংশের অংশ। এই নিমিত্ত একটী স্ত্রীলোককেও অবমান করিলে প্রকৃতিকে অবমান করা হয়।

যো ভবেৎ পণ্ডিতঃ সোঽপি প্রকৃতিং নাবমন্যতে।
সর্ব্বে প্রকৃতিকাঃ পুংসঃ কামিন্যঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ॥ ঐ ২।১২।১৮

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পণ্ডিত তাঁহার পক্ষে প্রকৃতির অবমাননা কোন মতেই উচিত নহে! যে হেতু পুরুষমাত্রেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত এবং কামিনীগণ প্রকৃতির অংশসম্ভূতা।

ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।

সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্কচিদাচরেৎ॥ মহা নির্ব্বাণতন্ত্র ৮।৪২

অর্থাৎ, ধন, বসন, প্রেম, শ্রদ্ধা ও মিষ্ট বাক্য প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বদা পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখিবে। কখনও তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করিবেনা।

ভর্ত্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।

বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছদনাশনৈঃ॥ যাজ্ঞবল্কসংহিতা ১।৮২

অর্থাৎ, ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর ও বন্ধুগণ, বস্ত্রালঙ্কার ও ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন।

যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ মনু সং ৩.৮৬

অর্থাৎ, যে গৃহে নারীগণের সমাদর আছে, দেবতারা সে গৃহে সন্তুষ্ট থাকেন কিন্তু যে স্থানে নারীগণ পূজিতা হয়েন না, তথায় ক্রিয়া-কর্ম্মাদি নিষ্ফল হয়।

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলম্।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ ঐ ৩।৫৭

অর্থাৎ, যে গৃহ মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকেন, সেকুল শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর যেখানে স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই, সে পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়।

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রীয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।

দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ॥

ইমং হি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তি ধর্ম্মমুত্তমম্।

যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলা অপি॥

অর্থাৎ, সামান্য প্রসঙ্গ হইতেও স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করিবে, কারণ তৎপক্ষে ত্রুটি হইলে তাহা পিতৃকুল ভর্ত্তৃকুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়! ভার্য্যারক্ষা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা অবগত হইয়া সকল বর্ণের লোক দুর্ব্বল হইলেও স্বীয় স্বীয় স্ত্রীকে রক্ষা করিবে।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকামিভিঃ।

আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥ মনু সং ৯।১২

অর্থাৎ, স্ত্রীলোক বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিলেও

প্রকৃত পক্ষে রক্ষিতা নহে, তবে, যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা হয়।

উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষন্যনিকেতনে।

ন পত্নীং প্রেরয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাম্॥ মহা নি তন্ত্র

অর্থাৎ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, উৎসবে, বহুলোকসমাগমস্থলে, তীর্থস্থানে কিংবা পর গৃহে, পুত্র কিংবা আত্মীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে না দিয়া পত্নীকে কোন মতে একাকী প্রেরণ করিবেন না।

লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈ ব চ।

লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী-শ্রী-র্ভবতি নান্যথা॥ শাস্ত্র।

অর্থাৎ, ভার্য্যাকে সর্ব্বদা লালন করিবে, এবং শাসনেও রাখিবে। স্ত্রীর প্রতি এবম্প্রকার ব্যবহার করিলে সে লক্ষ্মীর ন্যায় গুণবতী হইবে, ইহার অন্যথা হইবেনা।

কিং তজ্ জ্ঞানেন তপসা জপহোমপ্রপূজনৈঃ।

কিং বিদ্যয়া বা যশসা স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতম্॥ ব্রহ্ম বৈ পু ২।১৬

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্ত্রীর বাধ্য, তাহার জ্ঞান, তপস্যা, জপ, হোম, পূজা, বিদ্যা কিংবা যশঃ প্রভৃতি সমুদায়ই নিরর্থক।

ধর্ম্মপত্নী সমাখ্যাতা নির্দ্দোষা যদি সা ভবেৎ।

দোষে সতি ন দোষঃ স্যাদন্যা কার্য্যা গুণান্বিতা॥ দক্ষ সঃ ৪।১৬

অর্থাৎ, প্রথম পরিণীতা স্ত্রী দোষশূন্য হইলে তাঁহাকে ধর্ম্ম পত্নী বলা যায়। তাঁহার দোষ থাকিলে পুরুষ অন্য গুণবতী ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারে তাহাতে কোন দোষ নাই।

যা রোগিণী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।

সানুজ্ঞা সাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥ মনু সঃ ৯।৮২

অর্থাৎ, পীড়াগ্রস্তা স্ত্রী যদ্যপি পতির হিতে রতা ও সুশীলা হয়, তাহা হইলে তাহার অনুমতি লইয়া, পুরুষ অন্য বিবাহ করিবে, কিন্তু কোন মতে তাহার অবমাননা করিবে না।

কেহ কেহ ধর্ম্মসাধন উদ্দেশে, সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রের অনুজ্ঞা এই :—

অনপত্যাঞ্চ যুবতীং কুলজাঞ্চ পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বা ভবেৎন্যসন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতীতিবা ॥
বাণিজ্যে বা প্রবাসে বা চিরং দূরং প্রযাতি যঃ।
তীর্থে বা তপসে বাপি মোক্ষার্থং জন্মখণ্ডিতঃ।
ন মোক্ষস্তস্য ভবতি ধর্ম্মসংস্খলনং ধ্রুবম্॥ ব্রহ্ম বৈ পু ৪।১১৩

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সৎকুল-সম্ভূতা, পতিব্রতা, অনপত্যা যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী হইয়া তপস্যা করে, অথবা, তীর্থ-দর্শন, বাণিজ্য বা অন্য কার্য্য উপলক্ষে চিরকাল প্রবাসে থাকে, তাহার মোক্ষ-লাভের আশা দূরে থাকৃ, নিশ্চয় তাহাকে ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইতে হয়।

বিধবাগণের আচরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ এই :—

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ মনু সং ৫।১৬০

অর্থাৎ, স্বামীর মৃত্যুর পর স্বাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। তিনি অপুত্রা হইলেও, তাঁহার ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গলাভ হইবে।

নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েদ্বাসৈগ্র্াম্যালাপমপি ত্যজেৎ।
দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা॥

মহা নিঃ তন্ত্র ১১।৫৭

অর্থাৎ, বিধবা স্ত্রী সুগন্ধি তৈল কিংবা কোন সুগন্ধি দ্রব্য অঙ্গে দিবেন না এবং গ্রাম্য আলাপ পরিত্যাগ করিবেন। তিনি বৈধব্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা দেবপূজায় ও ব্রতে মন দিবেন।

তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎ পিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকং॥

কাশীখণ্ড ৪।৮০।

অর্থাৎ, পুত্রহীনা বিধবা নারী প্রতিদিন কুশ, তিল ও জল দ্বারা স্বামীর ও তদীয় পিতা ও পিতামহের নামগোত্রাদি উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবেন।

বিষ্ণোস্তু পূজনং কার্য্যং পতিবুদ্ধ্যা ন চান্যথা।
পতিমেব সদা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুরূপধরং পরম্॥ ঐ ৪।৮১

অর্থাৎ, তিনি প্রতিদিন বিষ্ণুপূজা করিবেন, অন্যথা করিবেন না এবং পতিকে বিষ্ণুরূপধারী মনে করিয়া, ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যান করিবেন।

যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চ পত্যুঃ সমীহিতম্।
তত্তদ্ গুণবতে দেয়ং পতিপ্রীণন-কাম্যয়া॥ ঐ ৪।৮২

অর্থাৎ, পতি যে যে দ্রব্য অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, বিধবা নারী তাঁহার প্রীতি কামনায় সেই সেই দ্রব্য গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন।

উল্লিখিত শাস্ত্রীয় আদেশ অনুসারে বিধবা নারীকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেবপূজা ও ব্রত অনুষ্ঠান এবং দান করিতে হয়। কিন্তু, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক হিন্দুগৃহে বিধবাগণকে এ সকল কার্য্যে সাহায্য করা দূরে থাক্, বাটীর কর্ত্তা ও গৃহিণী তাঁহাদিকগকে পাচিকা কিংবা দাসীর কার্য্যে ব্যাপৃতা রাখেন। কোথায় তাঁহারা শুদ্ধাচারে থাকিবেন না তাঁহাদিগকে গৃহের শিশু-গণের মলমূত্র পরিষ্কার করিতে হয়, গৃহস্বামি-স্ত্রীর বিছানা পাতিয়া শুইতে হয় এবং অপরিষ্কার বস্ত্র ও বাসনাদি ধৌত করিতে হয়। ইহা অতীব বাঞ্ছনীয় যে, সহায়হীনা ও শোকাতুরা বিধবা নারীগণ যাহাতে ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়া স্বচ্ছন্দে নিজের জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণের যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

গৃহী ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই :—

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেদ্বিত্তমেতি চ যাতি চ।
অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতোহতঃ॥

মহাউদ্যোগপর্ব্ব।

অর্থাৎ, যত্নের সহিত চরিত্র রক্ষা করিবে। ধনের আগম ও অপগম সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ধনবিষয়ে যে ক্ষীণ সে প্রকৃতপক্ষে ক্ষীণ নহে। যে ব্যক্তি চরিত্র-বিষয়ে হত, সেই ব্যক্তিই যথার্থ হত।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৫
বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৬

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৮ম উল্লাস।

অর্থাৎ, সত্য যাহার ব্রত, দীনের প্রতি যাহার সর্ব্ব প্রকারে দয়া আছে এবং কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে অনাসক্ত, পরবস্তুতে যাহার অভিলাষ নাই এবং যে জন দম্ভ ও মাৎসর্য্য-বিহীন তাহা-কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহ এব বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ॥ ব্যাস সং ৪।২৩

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া গৃহে অবস্থিতি করে, তাহার পক্ষে গৃহই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদায় তীর্থ-স্বরূপ।

কাম রিপু অতিশয় প্রবল বলিয়া শাস্ত্রকারগণ সকলকে এইরূপে সতর্ক করিয়াছেন :—

বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যন্ন দর্শয়েৎ॥ মহা. নি. তন্ত্র ৮।৪১

অর্থাৎ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, পরস্ত্রীর সহিত বিরলে শয়ন কিংবা বাস করিবে না। কোন স্ত্রীর প্রতি অনুচিত ভাষা প্রয়োগ করিবে না এবং কোন স্ত্রীর নিকট নিজ গৌরব ও প্রাধান্য দেখাইবে না।

ন পৃচ্ছতি কুলে জাতাং পণ্ডিতশ্চ পরস্ত্রিয়ম্।
নির্জ্জনে বা বনে বাপি রহস্যেব পরস্ত্রিয়ম্॥

ব্রহ্ম বৈঃ পুঃ ২।১৬

অর্থাৎ, কোন কুলকামিনী যখন নির্জ্জনে, বনে, বা কোন গুপ্তস্থানে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত নহে।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ মনু সং ২।২১৫

অর্থাৎ, মাতা অথবা ভগিনী কিংবা দুহিতার সহিত পুরুষের নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই, কেন না ইন্দ্রিয়গণে বিদ্বান্ লোকেরও চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে।

শিষ্যগণের গুরুপত্নীকে প্রণাম করা উচিত। কিন্তু, তৎসম্বন্ধেও শাস্ত্রকারগণ শিষ্যদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন :—

কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্য্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্॥
বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহং চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ মনু সংহিতা.২।২১৬,২

অর্থাৎ, যুবা শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইলে, তাঁহার চরণ গ্রহণ না করিয়া বিধিপূর্ব্বক আমি অমুক আপনাকে অভিবন্দন করিতেছি বলিয়া ভূমিতে প্রণাম করিতে পারেন। আর প্রবাস হইতে সমাগত যুবা শিষ্য, শিষ্টাচার অনুসারে প্রথম দিন বৃদ্ধা গুরুপত্নীর পাদ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহাকে প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবেন।

পদার্থ মাত্রেরই প্রতি অধিক আসক্তি যে অনিষ্টজনক তাহাও এইরূপে দেখান হইয়াছে :—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ মনু সং ২।৯৪

অর্থাৎ, কাম্য বিষয় উপভোগে কামনার শান্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ঘৃতাহুতির দ্বারা যেমন অগ্নি অধিক প্রজ্জ্বলিত হয় তদ্রূপ।

এই নিমিত্তই প্রাচীন ঋষিগণ মিতাচার শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষরূপে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শিষ্যগণকে অনিষ্টজনক দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইহা সকলের জানা আবশ্যক যে, আর্য্যজীবন ব্রহ্মচর্য্যের উপর স্থাপিত। মধুমাংসাদিসেবনে পাছে মানুষের স্বভাব উগ্র হয়, গন্ধ দ্রব্য ও মাল্যাদি ব্যবহারে পাছে সৌখীনতা আইসে, নৃত্যগীতাদি পাছে লোককে আমোদের দিকে লইয়া যায়, এই নিমিত্ত শিষ্যদিগকে ঐরূপ কঠোরভাবে জীবন যাপন করিতে হইত। আবার, শিষ্যগণ যাহাতে উত্তরকালে অর্থাৎ যখন তাহারা গৃহস্থ হইবে, শ্রমশীল, গুরুভক্ত ও কার্য্যপটু হইতে পারিবে, তজ্জন্য ছত্রপাদুকাদি ত্যাগ প্রভৃতি কঠোর ব্রতের বিধি আছে।

এবম্প্রকার কঠোরতা শিষ্যগণ আনন্দের সহিত অবলম্বন করিতেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য এই সকল বিধি বিহিত হইয়াছিল। আবার, আচার্য্যগণও শিষ্যগণকে যত্নের সহিত শাস্ত্রাদি পড়াইতেন ও তাঁহাদের চরিত্র ও ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন।

ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে, ছাত্রদের মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। তন্নিবন্ধন সমাজের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এতদ্দ্বারা সংসারের ব্যয় এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, অভিভাবকদের পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমনকি, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেককে ঋণগ্রস্ত হইতে হইতেছে। দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ কিংবা অন্য কোন হেতু প্রযুক্ত বিলাসিতা যে আমাদের সাংসারিক দুরবস্থার একটী প্রধান কারণ, তৎপক্ষে সন্দেহমাত্র নাই। এ সম্বন্ধে, অভিভাবকদিগের সতর্ক হইয়া চলা উচিত আর সন্তানদেরও পিতামাতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মিতাচার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

কামনার বিষয় উপভোগে যে কামনার বৃদ্ধি হয় ইহা অতি সমীচীন বাক্য। আর ভোগ্য দ্রব্যের প্রতি যত আসক্তি জন্মিবে, ততই মনুষ্যকে লোভের বশীভূত হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা এস্থলে বিবৃত করিলাম:—

ব্রহ্মচারীর তীর্থ-পর্য্যটন করিবার নিয়ম আছে। পরা ও অপরা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া, নানা স্থান দর্শন না করিলে কেহ জ্ঞানী হইতে পারে না। একদা এক জন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ কতিপয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া কোন প্রাচীন নগরের প্রান্তে একাকী বটবৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন। কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রামের পর সেই নগরীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন অনেকগুলি ভগ্নগৃহের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব সৌধ শোভা পাইতেছে। প্রাসাদটী একটী উচ্চপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উহার চারিদিকে প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন পথ, এবং পথের দুই ধারে পুষ্প বৃক্ষসকল অপূর্ব্ব শোভা ও সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। বাহির হইতে এই অট্টালিকাটীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া, পথিক মহাশয়ের অভ্যন্তরে যাইবার ইচ্ছা হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে দক্ষিণতোরণের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রাসাদের

ভিতর প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বাররক্ষক তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিল, "মহাশয়! এই প্রাসাদের স্বামী একজন মহৎ লোক। তিনি অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। ইহা নানা প্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যে পরিপূরিত এবং অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত। যাঁহারা মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারা অপার আনন্দ ভোগ করেন। কেহ আর বাহির হইতে ইচ্ছা করেন না। বলিতে কি, তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার ভিতর প্রবেশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে, তবে আমার প্রভুর একটী আজ্ঞা এই যে, যিনি প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে এক পাত্র সুরা পান করিতে হয়"। এই কথা বলিয়া দ্বারপাল তাঁহার সমক্ষে একপাত্র সুরা আনিয়া দিল। পথিক মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ, অমনি তাঁহার মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের বচন গুলি মনে পড়িল। সুরা অন্নের মল, আর সুরাপান মল পান বলিয়া কথিত হয়, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সুরাপান করিবেনা। (৯৪ শ্লোক) মদ্য, মাংস, সুরা এবং আসব, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের খাদ্য, দেবান্নভোজী ব্রাহ্মণের এ সকল ভক্ষণ করা কখনই উচিত নহে। (৯৪ শ্লোক) যাহার শরীরস্থ ব্রহ্ম একবার সুরার দ্বারা সিক্ত হয়, তাঁহার ব্রহ্মণ্য যায় এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন (৯৮ শ্লোক)। দ্বিজ জ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিলে যে পাপ হয়, তাহা ক্ষালনার্থ, তাঁহাকে অগ্নি বর্ণ জ্বলন্ত সুরা, অগ্নি বর্ণ জ্বলন্ত গোমূত্র, জল, দুগ্ধ, ঘৃত ও গোময় জল ততক্ষণ পান করিতে হইবে, যতক্ষণ না তাঁহার মৃত্যু হয়। (৯১ ও ৯২ শ্লোক) পরে এই সকল শাস্ত্রীয় আদেশ আলোচনা করিতে করিতে বিষণ্নমনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই অপূর্ব্ব প্রাসাদ-দর্শন-লালসা গেলনা! তিনি পূর্ব্ব দিকের তোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন একজন শ্মশ্রু-ধারী বিকটাকার যবন ছুরিকার দ্বারা গোমাংস ছেদন করিতেছে। এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই যবন তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক মহাশয় প্রাসাদের অভ্যন্তরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সেই যবন বলিল, আপনার ন্যায় মহানুভবদিগের দর্শনও সম্ভোগ জন্য এই প্রাসাদটী নির্ম্মিত হইয়াছে, আপনি অনায়াসে ইহার ভিতর

খাইতে পারেন। কিন্তু আমার প্রভুর আদেশ আছে যে, অতিথির সৎকার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বলিয়া সে, ব্রাহ্মণ-যুবকের সমক্ষে এক পাত্র গোমাংস রাখিয়া দিল। উহা দেখিবামাত্র মাত্র ব্রাহ্মণ-যুবক শিহরিয়া উঠিলেন এবং হস্তের দ্বারা নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। পথিক মহাশয় বিষণ্ণভাবে যাইতে যাইতে প্রাসাদের উত্তর তোরণে গিয়া উপনীত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে একটী ভীষণ দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল এখন তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া পুলকিত হইলেন। দেখিলেন, এক লাবণ্যবতী যুবতী স্ত্রী সেই তোরণরক্ষা করিতেছে। যুবক ব্রাহ্মণের মন ধর্ম্মপ্রবণ ছিল, তাঁহারি মনে এই ভাবের উদয় হইল যে এই সংসারে দুঃখ ও সুখ, এবং নিরাশা ও আশা বিজড়িত থাকে। কত দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিয়াছি, এবং কতবার বিফল মনোরথ হইয়াছি। আবার যখন ঘোর দুঃখে পড়িয়া মুহ্যমান হইয়াছি, কোথা হইতে সুখ আসিয়া আমাকে উৎফুল্ল করিয়াছে, ভগ্নোদ্যম হইবার পর মনোমধ্যে আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই বিশ্ব ভীষণ ও কোমল বস্তুতে বিজড়িত। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বিশ্বদেবের কত ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ভীত হইলাম, আবার কত মনোহর মূর্ত্তি আমার সমক্ষে আসিয়া আমাকে মোহিত ও পুলকিত করিল। এই প্রাসাদটীই আমাকে কত দৃশ্য দেখাইল, আমার মনে কত বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার করিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে বিকটাকার এক যবনকে দেখিলাম, আবার এখন এক মনোহর রূপ আমার নয়নগোচর হইল। মনোমধ্যে এবম্প্রকার আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে সেই রমণী তাঁহাকে আহ্বান করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "মহাশয়"! এ প্রাসাদের দ্বার অবারিত, আপনি ইচ্ছা করিলে ইহার ভিতর যাইতে পারেন, আমি স্বয়ং আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ইহার অভ্যন্তরের দৃশ্যগুলি দেখাইব। এমন সুযোগ আপনি পরিত্যাগ করিবেন না। এই কথা শুনিয়া যুবক ব্রাহ্মণের মন আশায় উৎফুল্ল হইল, তাঁহার আশা যে পূর্ণ হইবে তৎপক্ষে আর তাঁহার মনে সন্দেহ রহিল না। তিনি প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং সেই রমণীকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন সেই রমণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কিন্তু মহাশয় আমার প্রভুর আদেশ এই যে, আমাকে চিরসহচরী না করিলে কেহ এ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া পথিক মহাশয়

অপ্রাহত হইলেন, এবং এরূপ অন্যায় কার্য্য তাঁহা হইতে পারে না বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু, তিন বার বিফলমনোরথ হইলেও তাঁহার সেই প্রাসাদের উত্তর দিক দেখিবার আশা নিবৃত্তি পাইল না। তিনি চতুর্থ তোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, উত্তম পরিচ্ছদ-ধারী একজন সুন্দর পুরুষ একখানি সুশাণিত তরবারি লইয়া দ্বারদেশে বসিয়া আছে। ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল, এবং প্রাসাদের ভিতর যাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ-যুবক বলিলেন যে, তিনি সেই প্রাসাদ সম্বন্ধে এত প্রশংসা শুনিয়াছেন যে, উহা দেখিবার জন্য তিনি অতিশয় উৎসুক হইয়াছেন। বিশেষতঃ তাহার বাহিরের শোভা অপেক্ষা ভিতরের শোভা শতগুণে উৎকৃষ্ট। দ্বাররক্ষক বলিল, হাঁ মহাশয়! আপনি যাহা শুনিয়াছেন উহা সকলই সত্য, আর তাহার ভিতরে যাইবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা নাই। একটী মাত্র গৃহস্বামীর আজ্ঞা আপনাকে পালন করিতে হইবে—এই তরবারি খানির দ্বারা আমার মস্তক ছেদন করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া যুবক ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। এখন যে তিনি কি করিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। এক দিকে প্রাসাদ দর্শন-লিপ্সা তাঁহাকে বিচলিত করিল, আর এক দিকে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তিনি মনোমধ্যে বিচার করিতে লাগিলেন যে, প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, সুরাপান, গোমাংস ভক্ষণ, পরস্ত্রীগমন এবং নরহত্যা এই চারিটী পাপের মধ্যে একটী পাপ কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু, এই চারিটীর মধ্যে, প্রথমটী সর্ব্বাপেক্ষা লঘু বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য, আমাদের শাস্ত্রে সুরাপান একটী মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, এবং ইতিপূর্ব্বে, আমি নিজে মনুসংহিতার কয়েকটী অনুজ্ঞার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এখন আমার বোধ হইতেছে যে, অল্প পরিমাণে সুরা সেবন করিলে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, উক্ত সংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ৯৭ শ্লোকে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ সুরাপানে মত্ত হইয়া অশুচি স্থানে পড়িতে পারে, গোপনীয় বেদবাক্য প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারে, এবং অন্যান্য অপকাণ্ড করিতে পারে, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান কোন মতেই

উচিত নহে। অতিরিক্ত সুরাপান করিলেই ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এ প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু অল্প পরিমাণে পান করিলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার, শক্তি-উপাসকগণ সাধনার সময় অল্প পরিমাণে সুরাসেবন করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, চিকিৎসকগণ রোগীর জন্ত সুরাপানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ-যুবক অগত্যা সুরাপান করিবার অভিলাষ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ-তোরণে গিয়া দ্বারপালের নিকট নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দ্বারপাল আনন্দের সহিত তাঁহাকে একপাত্র সুরা প্রদান করিল। তিনি তাহা পান করিলেন। ইহা হইতে যে আনন্দ হইল, সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি আরও অধিক সুরা সেবন করিলেন। পরে প্রাসাদের ভিতর গিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সুরার প্রভাব প্রকাশ পাইল, তিনি মত্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে জ্ঞানশূন্য হইয়া, তিনি আর তিনটী দ্বারে উপস্থিত হইয়া, যথাক্রমে, গোমাংস ভক্ষণ পর-স্ত্রীগমন এবং নরহত্যা করিলেন। এইরূপে বিপরীত-ভাবে তাঁহার চতুর্ব্বর্গ লাভ হইল।

এই আখ্যায়িকাটী হইতে আমাদের শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। লোভের বশীভূত হইয়া লোকে না করিতে পারে এমন অপকর্ম্ম নাই। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে আছে :—লোভঃ প্রজ্ঞানমাহন্তি প্রজ্ঞা হন্তি হতা হ্রিয়ম্। হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মো হন্তি হতঃ শ্রিয়ঃ॥ অর্থাৎ লোভ প্রজ্ঞাকে নাশ করে, প্রজ্ঞার নাশে লজ্জা থাকে না, লজ্জা গেলে ধর্ম্ম নাশ হয় এবং ধর্ম্ম নাশ হইলে মনুষ্য শ্রীভ্রষ্ট হয়। লোভ ব্রাহ্মণ যুবককে এপ্রকার অভিভূত করিল যে, যে সুরার স্পর্শ করিলে বা ঘ্রাণ লইলে তিনি পাপ বিবেচনা করিতেন, সেই সুরা তিনি অনায়াসে পান করিলেন। এই সুরা তাঁহার বুদ্ধি নাশ করিল এবং বুদ্ধি নাশ হওয়াতে তাঁহা-কর্ত্তৃক উল্লিখিত ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম সম্পাদিত হইল। তিনি ভাবিলেন না যে, কত ধীমান্ ব্যক্তি অল্প মাত্রায় সুরা সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে মাতাল হইয়া নিজের পরিজন-গণের এবং সমাজের মহৎ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য মহাজ্ঞানী হইয়াও এই সুরার প্রভাবে উন্মত্ত হইয়া নিজের প্রিয় শিষ্য কচের মাংস ভোজন করিয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে ইহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া, এই নিষেধ-বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন :—

"যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ। অপেত-

ধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ" ॥ অর্থাৎ যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ অদ্যাবধি অজ্ঞানবশতঃ সুরাপান করিবে সে অধার্ম্মিক ও ব্রহ্মহত্যা হইয়া ইহকালেও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। কিন্তু, তাহা হইলে কি হয় ? লোভ-পরতন্ত্র ব্যক্তির কি বুদ্ধি স্থির থাকে ? সে পাপের অনিষ্ট-কারিতা বুঝে না। সে নিজ কুবুদ্ধিতে অপকর্ম্মকে সৎকর্ম্ম রূপে ভাবিয়া থাকে। উক্ত ব্রাহ্মণ-যুবক তাহাই করিয়াছিলেন। মনীষী উপদেষ্টা যথার্থই বলিয়াছিলেন :—"মনো যস্যেন্দ্রিয়স্যেহ বিষয়ান্, যাতি সেবিতুম্। তস্যৌৎসুক্যং সম্প্রভবতি প্রবৃত্তিশ্চোপজায়তে" ॥ (মহাভারত বনপর্ব্ব) অর্থাৎ, যখন কোন ব্যক্তির মন ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগে প্রধাবিত হয়, তখন তাহার ঔৎসুক্য প্রবল হওয়াতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই নিমিত্ত, প্রাচীন কালে, যাহাতে ছাত্রগণ সদাচার-সম্পন্ন হয় এবং মিতাচার অভ্যাস করে তৎপক্ষে আচার্য্যগণ যত্নবান্ থাকিতেন।

অন্যের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ চাণক্য।

অর্থাৎ, যিনি পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায়, পরের দ্রব্যকে লোষ্ট্রের ন্যায় এবং সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥ মনু।

অর্থাৎ, পরের নিন্দাবাদ সকল সহ্য করিবে, কোন ব্যক্তির অবমাননা করিবে না। এই মানব দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।

শত্রুং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা নরাঃ।
ভজন্তি মৈত্র্যাঃ সঙ্গম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥

মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব।

অর্থাৎ, যাঁহারা শত্রু ও মিত্রকে সমভাবে দেখেন ও সকলের সহিত সদ্ভাব করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।
সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ॥

মহাভারত-বিরাটপর্ব্ব।

অর্থাৎ, শত্রুর ও গুণ ব্যাখ্যা করিবে, গুরুরও দোষ বলা আবশ্যক হইলে, বলিবে। সর্ব্ব প্রযত্নে পুত্র ও শিষ্যকে হিত কথা বলিবে।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ মনু।

অর্থাৎ, যে কথা সত্য এবং প্রিয় তাহাই কহিবে, অপ্রিয় সত্য কহিবে না। প্রিয় হইলেও মিথ্যা কথা বলিবে না। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

পূর্ব্বোপকারী যস্তেস্যাদপরাধে গরীয়সি।
উপকারেণ তত্তস্য ক্ষন্তব্যমপরাধিনঃ॥

মহাভারত-বনপর্ব্ব।

অর্থাৎ, তোমার পূর্ব্বকার উপকারী ব্যক্তি যদ্যপি কোন গুরুতর অপরাধ করে, তথাপি তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার উপকার করিবে।

ক্ষমা-বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা॥ (ঐ)

অর্থাৎ, ক্ষমার দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমার দ্বারা কোন্ কার্য্য না সিদ্ধ হয়? ক্ষমা শক্তিহীন ব্যক্তির গুণ এবং শক্তিশালী ব্যক্তির ভূষণ।

যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ॥ মনু।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া সাধু লোকের কাছে আপনাকে অন্

ভাবে বর্ণন করে সে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পাপী। তাহাকে আত্মাপহারী চোর বলা যায়।

অন্তের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং স্থিতশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্॥

মহাভারত-বনপর্ব্ব।

অর্থাৎ, গৃহী ব্যক্তি আর্ত্তকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষাতুরকে জল এবং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে খাদ্য প্রদান করিবে।

অতিথীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রেষ্যাণাং স্বজনস্য চ।
সামান্যং ভোজনং ভৃত্যৈঃ পুরুষস্য প্রশস্যতে॥

মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ, অতিথি, স্বজন ও ভৃত্যগণের সহিত সমান খাদ্য ভোজন করা পুরুষের পক্ষে প্রশংসনীয়।

অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ॥

মহাভারত-অনুশাসন পর্ব্ব।

অর্থাৎ অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম দম, অহিংসা পরম দান এবং অহিংসাই পরম তপস্যা।

অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানামায়ুষ্মান্নীরুজঃ সুখী।
ভবত্যভক্ষয়ন্ মাংসং দয়াবান্ প্রাণিনামিহ॥ (ঐ)

অর্থাৎ যিনি প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্, মাংস ভোজনে বিরত, তিনি রোগশূন্য ও দীর্ঘায়ু হয়েন, এবং সর্ব্বভূতের অনভিভবনীয় হইয়া পরম সুখ লাভ করেন।

(১) দম—কুকর্ম্ম হইতে মনের নিবৃত্তি।

পর উপকার সাধন সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। অতিথি-

সংস্কার, পথিকের ক্লেশ নিবারণ জীবে দয়া এবং সাধারণ হিতকর কার্য্য পরোপকারের অন্তর্গত।

প্রাচীন কালের লোকে বুঝিতেন যে, নূতন স্থানে আসিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিকে সমধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই জন্য প্রত্যেক সম্পন্ন-গৃহস্থ এক একটী অতিথি-শালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্নান, আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। যাঁহারা সামান্য গৃহস্থ, তাঁহারা নিজ নিজ বাটীতে অতিথি-সংকার করিতেন। এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ এই :—

অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়ং সূর্য্যোঢ়ো গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ॥

মনু সং ৩।১০৫

অর্থাৎ, সূর্য্য অস্তগত হইবার পরও কোন গৃহস্থ অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। তিনি যথাসময়ে আসুন বা অসময়ে আসুন কোন গৃহী তাঁহাকে অনাহারে রাখিবেন না।

বালোবা যদিবা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যা সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

হিতোপদেশ।

অর্থাৎ, বালক হউন, বৃদ্ধ হউন অথবা যুবা হউন, গৃহে আগত ব্যক্তিমাত্রই পূজ্য হয়েন, যেহেতু সকল অভ্যাগত ব্যক্তিই গুরু-তুল্য।

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ। ঐ

অর্থাৎ, উত্তম বর্ণের গৃহে যদি নীচ ব্যক্তি সমাগত হয়, তথাপি সে যথা-যোগ্য পূজার উপযুক্ত হয়, যে হেতু, অতিথি সর্ব্বদেবময়।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥

মহাভারত-আদিপর্ব্ব

অর্থাৎ, শত্রু ও যদি গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সৎকার করা উচিত। বৃক্ষ, ছেদন কর্ত্তাকে ও ছায়া প্রদান করিয়া থাকে।

নবৈস্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্॥

মনু সং ৩।১০৬

অর্থাৎ, গৃহস্থ অতিথিকে কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য না দিয়া আপনি ভোজন করিবেন না। অতিথি প্রসন্ন হইলে, গৃহী ধন, যশ আয়ুঃ ও স্বর্গ লাভ করেন।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

অর্থাৎ, যদ্যপি কোন অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহস্থের বাটী হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে সে তাহার নিজের দুষ্কৃত গৃহীকে দিয়া গৃহীর পুণ্য লইয়া গমন করেন।

যে গৃহস্থ অতিদীন, এমন কি নিজে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করে, তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ এই:—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

মনু সং ৩।১০১

অর্থাৎ সাধু ব্যক্তির গৃহে, তৃণ, ভূমি, জল, এবং মিষ্ট বাক্যের অভাব কখনই হয় না। অতিথি-সেবা সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে:—

একদা একজন অতিথি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীতে ব্রাহ্মণের এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের উপযুক্ত ছাতু ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ব্রাহ্মণ তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে প্রদান করিলেন, কিন্তু ইহাতে অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তি না হওয়াতে গৃহস্থ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার ঈদৃশ ভাব বুঝিতে পারিয়া গৃহিণী বলিলেন:—

কিং বিষণ্ণোঽসি ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্যমানেষু সক্তুষু।
তুষ্ট্যর্থমতিথেরস্য মদ্ভাগোঽপি প্রদীয়তাম্॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! গৃহে সক্তু থাকিতে আপনি কেন বিষণ্ণ হইতেছেন? অতিথির তৃপ্তির জন্ত আমার ভাগ ও তাঁহাকে প্রদান করুন।

পথিমধ্যে সাধারণ পথিক, বিশেষতঃ তীর্থ-যাত্রিগণ, সমধিক ক্লেশ পাইয়া থাকেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, শাস্ত্রকারগণ নিম্ন-লিখিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন :—

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৮ম উল্লাস।৬৩।

অর্থাৎ যিনি পথেতে, জলাশয়, বৃক্ষ, বিশ্রামগৃহ ও সেতু প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করেন।

জীবের প্রতি দয়ার কার্য্য অনেক-প্রকার। দরিদ্রকে সাহায্যার্থ ধন দান, রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান, এবং প্রাণি-মাত্রের প্রতি সদয় ব্যবহার ও অভয়-দান করা কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে দান করিবার যে নিয়ম আছে, তৎসম্বন্ধে কত লোক কত কথা কহিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটী অভিযোগ এই যে, আমরা পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করি না। কিন্তু, আমরা যে সকল মহাপুরুষের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, তাঁহাদের মনের ভাব অত্যন্ত উদার ছিল। তাঁহারা বলেন, প্রার্থীকে যৎকিঞ্চিৎও দান করা উচিত। কারণ, অমুক ব্যক্তি দান করিয়া থাকেন, ইহা জানিতে পারিলে, যথার্থ দয়ার পাত্র উপস্থিত হইতে পারে। মনু সংহিতায় আছে :

যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতে নানসূয়য়া।
উৎপৎস্যতে হি তৎ পাত্রং যত্তারয়তি সর্ব্বতঃ॥ মনু ৪।২২৮

অর্থাৎ, প্রার্থী ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ না করিয়া তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ ও দান করিবে। এরূপ করিলে, দাতার নিকট দানের এমন পাত্র উপস্থিত হইতে পারে যে তাহাকে দান করিলে দাতার উদ্ধারের সম্ভাবনা।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজের নিয়ম এই যে, প্রার্থিগণ আমাদের গৃহে আসিয়া

উপস্থিত হইলে, অথবা কোন নগরের পথে কিংবা তীর্থস্থানে নিজের অভাব জানাইলে, আমরা তাহাদিগকে দান করিয়া থাকি। কিন্তু, আমাদের শাস্ত্রের মতে এ প্রকার দান নিকৃষ্ট দান। দান সম্বন্ধে পরাশর বলেন :—

অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতঞ্চৈব মধ্যম্।
অধমং যাচ্যমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলম্॥ প, স, ১।২৮

অর্থাৎ, গৃহীতার নিকট গমন করিয়া যে দান করা হয় তাহা উত্তম দান। গৃহীতাকে আহ্বান করিয়া যে দান করা হয় তাহা মধ্যম দান, যাচিতকে যে দান করা হয় তাহা অধম দান, আর সেবা করিলে যে দান করা হয় তাহা নিষ্ফল।

এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে, গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ দীন, তাঁহাদের অবস্থা আপনা হইতে জানিয়া তাঁহাদিগকে দান করিয়া তৃপ্তি লাভ করা যায়। কিন্তু যে সকল প্রার্থী দূর হইতে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কে প্রকৃত পক্ষে দানের পাত্র, কে বা নহে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই জন্য কাহাকেও নিরাশ করা উচিত নহে। মিষ্ট বাক্যে স্বল্পমাত্র ও দেওয়া উচিত। তবে, যে স্থলে জানিতে পারা যায় যে কোন ব্যক্তি যাচ্ঞা করিলেও, প্রকৃত পক্ষে দীন নহে, তাহাকে দান করা উচিত নহে। ভগবান্ বলিতেছেন :—

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥ (ভগবদ্গীতা)

অর্থাৎ। হে কৌন্তেয়! দরিদ্র ব্যক্তিগণকে প্রতিপালন কর, ধনীকে ধন দান করিলে কোন ফল নাই। রোগী ব্যক্তিরই ঔষধের প্রয়োজন. অরোগীর তাহাতে প্রয়োজন কি?

বিদ্যাদানকে শাস্ত্রকারগণ অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বিদ্যার মহিমা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং বিদ্যাতিগুপ্তং ধনম্,
বিদ্যা সাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।

বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশনকরী বিদ্যা পরং দেবতা,
বিদ্যা রাজসু পূজিতা চ ধনিনাং বিদ্যা-বিহীনঃ পশুঃ ॥

গরুড়পুরাণ। ১। ১০৫

অর্থাৎ, বিদ্যা কুরূপ ব্যক্তিগণের সমধিক রূপ, ইহা অতীব গুপ্ত ধন, ইহা অসাধুকে সাধু করে এবং সকলকে প্রিয় করে, ইহা গুরুর গুরু। ইহা বন্ধুজনের দুঃখ দূর করে, ইহা পরম দেবতা-স্বরূপ, ইহা রাজা ও ধনীর পূজিতা, কিন্তু বিদ্যা-বিহীন ব্যক্তি পশুতুল্য।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্ ॥

হিতোপদেশ।

অর্থাৎ, বিদ্যা বিনয় দান করে, বিনয় হইতে যোগ্যতালাভ হয়, যোগ্যতা হইতে ধন পাওয়া যায়, ধন হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে সুখ লাভ হয়।

গৃহে চাভ্যন্তরে দ্রব্যং লগ্নঞ্চৈব তু দৃশ্যতে।
অশেষং হরণীয়ঞ্চ বিদ্যা ন হ্রিয়তে পরৈঃ ॥

গরুড়পুরাণ। ১১৫

অর্থাৎ গৃহের ভিতরে যে সকল দ্রব্য থাকে, তাহা চোরে অনায়াসে অপহরণ করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যারূপ ধনকে কেহই অপহরণ করিতে পারে না। শাস্ত্রকারগণ বিদ্বান্ ব্যক্তির ইত্যাকার প্রশংসা করিয়াছেন :—

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বনং সুবাসিতং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥

গরুড়পুরাণ ১। ১১৪

অর্থাৎ, যেমন বনমধ্যে একটীমাত্র সুবৃক্ষ থাকিলে, তাহার ফুলের গন্ধে সমুদয় বন সুবাসিত করে, সেই প্রকার, কুলে একটী মাত্র সুপুত্র জন্মিলে, তাহার দ্বারা সমুদয় কুল সমুজ্জ্বল হয়।

একোঽপি গুণবান্ পুত্রো নির্গুণেন শতেন কিম্।
চন্দ্রো হন্তি তমাংস্যেকো নচ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ॥

অর্থাৎ একটী মাত্র গুনবান্ পুত্র থাকা ভাল, কিন্তু একশত গুণহীন পুত্রে প্রয়োজন কি? একটী চন্দ্র গগনকে আলোকিত করে, কিন্তু সহস্র তারা তাহা করিতে সক্ষম নহে।

বিদ্যাদান সম্বন্ধে এরূপ উক্তি আছে:—

কিঞ্চাশ্রয়তি সদ্বিদ্যা দীয়মানাপি বর্দ্ধতে।
কূপস্থমিব পানীয়ং ভবত্যেব বহূদকম্॥

অর্থাৎ দানের দ্বারা সদ্বিদ্যার হ্রাস হয় না, বরং তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন কূপ হইতে জল উঠাইয়া লইলে, সে কূপের জল বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়।

বিদ্যা দান সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন কালে, ছাত্রগণ গুরু গৃহে বাস করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। উপবীত ধারণ করিবার পর, দ্বিজগণ ৯ বৎসর হইতে ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। গুরু তাঁহাদের পিতার স্থান এবং গুরুপত্নী তাঁহাদের মাতার স্থান গ্রহণ করিতেন। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে যে, গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে, শিষ্যকে কিঞ্চিন্মাত্র ধন ও গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিতে হইবে না। তবে, পাঠ শেষ হইলে পর, যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়গণও ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। কোন কোন অধ্যাপক ছাত্রদের সমুদায় ভার গ্রহণ করেন। শিষ্যগণ কেবল যে বিদ্যালাভ করেন তাহা নহে, তাঁহারা সুচরিত্র এবং ধর্ম্মশীল হয়েন।

প্রাণিগণকে অভয়দান সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই:—

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো ব্যসনে চাপ্যনুগ্রহঃ।

মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব।

অর্থাৎ, প্রাণিগণকে অভয়দান করা এবং লোককে বিপদ হইতে রক্ষা করা সকলের কর্ত্তব্য।

শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাস্যঃ সর্ব্বজন্তুষু।
অনুদ্বেগকরো লোকে নচাপ্যুদ্বিজতে সদা ॥

মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কাহারও হিংসা করে না, সে সর্ব্বভূতের শরণ্য ও বিশ্বাস ভাজন হয়, এবং শান্তিদায়ক হইয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করে।

এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যেখানকার লোক মাংসাশী নহে, সেখানকার প্রাণিগণ নির্ভয়ে অবস্থিতি করে। বহুকাল পূর্ব্বে, আমরা হরিদ্বারে গিয়াছিলাম। তথায় দেখি এক খানি প্রস্তরফলকে এই ঘোষণাটী রহিয়াছে যে, এখানে জীবহিংসা নিষেধ। পরে, গঙ্গায় অবতরণ করিয়া দেখি, দলে দলে মৎস্যগণ খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যাত্রিগণের দেহ স্পর্শ করিতেছে, এবং যাত্রিগণ যে খাদ্য দিতেছে তাহা খাইতেছে। তাহাদের প্রাণে কোন ভয় নাই। ভয় থাকিবেই বা কেন? তাহারা ত জানে না যে মনুষ্য তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহারা এখানে মনুষ্যকে, তাহাদের আশ্রয়দাতার ন্যায় জ্ঞান করে। সুতরাং তাহাদের কোন ভয়ের কারণ নাই।

সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

তড়াগং সুকৃতং দেশে ক্ষেত্রমেকং মহাশ্রয়ম্।
চতুর্ব্বিধানাং ভূতানাং তড়াগমুপলক্ষয়েৎ।
তড়াগানিচ সর্ব্বাণি দিশন্তি শ্রিয়মুত্তমাম্॥

মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব।

অর্থাৎ, জলাশয় একটী পুণ্য ক্ষেত্র-স্বরূপ, প্রাণিগণ ইহা হইতে জলপান করতঃ জীবন রক্ষা করে। যিনি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

তস্মাত্তড়াগে তদ্বৃক্ষা রোপ্যাঃ শ্রেয়োহর্থিনা সদা।
পুত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ পুত্রাস্তে ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ॥

মহাভারত-অনুশাসনপর্ব্ব।

অর্থাৎ, জলাশয়-তীরে বৃক্ষ সমুদায় রোপণ করিয়া, তাহাদিগকে পুত্রের

ন্যায় প্রতিপালন করা, শ্রেয়োলাভার্থীর কর্ত্তব্য। তাহারা ধর্ম্ম অনুসারে রোপণ-কর্ত্তার পুত্র-স্বরূপ।

পরের উপকার সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে কত উপদেশ আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পরের জন্ম জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন। যথা:—

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। হিতোপদেশ।

অর্থাৎ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্য ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেকে সঙ্গতি থাকিতেও ধন-হীন কুটুম্বকে ভরণপোষণ করেন না। কিন্তু দেখুন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে পোষ্য-মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন:—

জ্ঞাতিবন্ধুজনঃ ক্ষীণঃ তথাঽনাথঃ সমাশ্রিতঃ।
অন্যেঽপ্যধনযুক্তাশ্চ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥

দক্ষসংহিতা ৩।৩০।

অর্থাৎ, জ্ঞাতিবর্গ, আত্মীয় ব্যক্তি, রোগাদি দ্বারা ক্ষীণ, প্রতিপালক-শূন্য ব্যক্তিগণ, আশ্রিতগণ, নির্ধন ব্যক্তিগণ, পোষ্যমধ্যে গণ্য।

আবার দেখুন:—অয়ং বন্ধুরয়ংনেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাম্।

উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

(যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, উপ. প্রকরণ)

অর্থাৎ, ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরাই ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন এরূপ গণনা করে। কিন্তু, উদারচরিত ব্যক্তির নিকট পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকই নিজ পরিবার তুল্য।

স্বার্থত্যাগ বিষয়ক একটী পৌরাণিক কথা এখানে সন্নিবেশিত করা গেল। মিথিলায় জনকবংশে বিপশ্চিৎ নামে একজন ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহাতে একটী মাত্র পাপ স্পর্শিয়াছিল। পীবরী ও সুশোভনা নাম্নী তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। সুশোভনা রূপে এবং গুণে যথার্থই সুশোভনা ছিলেন। রাজার তাঁহার প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল, পীবরীর প্রতি তাদৃশ প্রীতি ছিল না। এই জন্যই তিনি পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ

ক্রমতঃ গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে, উল্লিখিত পাপেরজন্য তাঁহার নরক-দর্শন হইল। ক্ষণকাল পরেই যমদূতগণ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। এমন সময় নরকবাসিগণ বলিয়া উঠিল—মহাশয়! আর মুহূর্তকাল অবস্থিতি করুন। আমরা নিরন্তর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি, ক্ষণকালের জন্যও আমাদের কষ্টের বিরাম নাই। এখানে সুষুপ্তি নাই, মোহ নাই, মতিভ্রম নাই। সজ্ঞানে নিরন্তর অসহনীয় যাতনা ভোগই, আমাদের শাস্তি। কিন্তু আপনার আগমনে আমাদের কষ্টের লাঘব হইয়াছে। সমীরণ আপনার শরীর হইতে সৌরভ বহন করিয়া আমাদের তাপিত দেহ শীতল করিতেছে। হে পুণ্য-শীল! এই সুদুর্লভ সুখ আর ক্ষণকাল আমাদিগকে প্রদান করুন। রাজা যমদূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই নরকবাসিগণ যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? দূতগণ বলিল হাঁ মহাশয়, আপনার আগমনে ইহারা যথার্থ স্বস্তিলাভ করিতেছে, এখন উহারা নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করুক, আপনি স্বর্গে চলুন। রাজা কহিলেন, "ভদ্রগণ! ক্ষমা কর, আমি নরকেই থাকিব, আমি স্বর্গসুখ আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি নরকে থাকিলে যদি এতগুলি প্রাণী আরাম পায়, তবে তাহা অপেক্ষা আমার নিজের সুখ কি বড়?" তখন তিনি নরকবাসীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বন্ধুগণ! তোমরা স্থির হও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি স্বর্গে যাইব না। পরে যমদূতগণকে বলিলেন, ভদ্রগণ! স্বর্গে কিংবা ব্রহ্মলোকেও সে সুখ নাই, যে সুখ পরের উপকারে, বিপন্নের সহায়তায়, ও আর্ত্তের পরিত্রাণে লাভ করা যায়। যদ্যপি আমার নরক ভোগে এত গুলি জীব সুখে থাকে, তাহা হইলে, আমি ব্রহ্মলোকের পরিবর্ত্তে, পরমানন্দে নরক ভোগ করিব। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর। রাজার কথা শেষ হইবামাত্র, ধর্ম্ম ও ইন্দ্র আগমন করিলেন। ধর্ম্ম তাঁহাকে স্বর্গে যাইতে বলিলেন। রাজা ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে তিনি নরকবাসীদের ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবেন না। তখন ইন্দ্র বলিলেন, তাঁহাকে স্বর্গে যাইতেই হইবে। পাপিগণ তাহাদের পাপের ফল ভোগ করিবে, আর তোমার পুণ্যফলে তুমি স্বর্গে যাইবে। তখন রাজা বলিলেন, "প্রভো দেবরাজ! প্রভো ধর্ম্মরাজ! যদ্যপি আমার কিছু পুণ্য ফল সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে আমার এবং নরকের সমুদায় জীবগণের দুঃখ সমস্ত প্রাপ্তি হউক, আর সেই ফলে, নরকবাসিগণ মুক্ত হউক। পাপি

আমাকে নরকে স্থান না দেন, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। এই কয়েকটী কথা বলিবা মাত্র রাজার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ হইল। ইন্দ্র ও ধর্ম্ম বলিলেন "মহারাজ! এই নরকের জীবগণ মুক্ত হইল। আর তোমার পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য ফল অপেক্ষা আরও অধিক ফল লাভ হইল। তুমি উৎকৃষ্টতর স্থানে গমন কর। রাজা, নরকের জীবগণকে নরক হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া, পরমানন্দে দিব্য লোকে গমন করিলেন।

এই সকল উপদেশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল-সাধনই প্রাচীন ঋষিগণের উদ্দেশ্য ছিল। কি অপূর্ব্ব বিশ্বজনীন প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা এবম্প্রকার সার কথা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সকল কথার প্রভাবে আমাদের যতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা তাহা হইয়াছিল। যে সকল জাতি সভ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারা জীব-হিংসায় তৎপর। তাহারা বিবেচনা করে যে, পশু পক্ষিগণ তাহাদের আহারের জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, হিন্দুধর্ম্ম কেমন সার্ব্বজনিক প্রেম প্রচার করিয়াছে। ইহা কেবল শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ইহার পরিচয় দিতেছি। অপর জাতীয় লোক, আহারের জন্য জীবহত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেছে না। যে সকল পশু তাহাদের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য হইলে তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিতেছে। কিন্তু দেখুন, হিন্দুগণের কি চমৎকার ভাব! এই সকল অকর্ম্মণ্য জন্তুদিগের শুশ্রূষার জন্য, তাহারা স্থানে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, কোন কোন দেবপূজা উপলক্ষে পশু বলি হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেকে ইহা বুঝিয়াছেন যে, দেবতার সমক্ষে আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকল বলিদানই প্রকৃত বলিদান। এবং তদনুসারে অনেকে, পূজা উপলক্ষে পশু বলির পরি-বর্ত্তে আক্ ও কুমড়া বলি-স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ শাস্ত্র অনুসারে জীবহিংসা রহিত পূজাই সাত্ত্বিকী পূজা।

হিন্দুগণ কত দূর পর্য্যন্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে, একান্নভুক্ত পরিবার তাহার প্রমাণ। পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে অন্যান্য পরিজন সুখে থাকে তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

উপরে উদ্ধৃত দক্ষসংহিতার উপদেশ অনুসারে তাঁহারা চলিতেন। এই নিমিত্ত ভদ্রলোকদের কষ্ট ছিল না। কিন্তু দুঃখের কথা কি কহিব, বর্ত্তমান সময়ে অনেকে দুঃস্থ স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে প্রতিপালন করা উচিত বিবেচনা করেন না। এই জন্য দীন ভদ্রলোকদিগের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় প্রত্যেক সদাশয় গৃহস্থের উচিত, তাঁহার গৃহে একটী দানাধার রাখিয়া, তাহাতে প্রত্যহ কিছু কিছু অর্থ স্থাপন করেন। ইহা সামান্য হইলেও, অনেক পরিবার কর্তৃক সঞ্চিত অর্থ অল্প হইবে না। এই সঞ্চিত অর্থ গ্রামস্থ ধর্ম্ম ভাণ্ডার বা কোন হিতৈষিণী সভায় প্রদত্ত হইলে, তাহা নানা সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা অনেকের অভাব ও মোচন হইতে পারে।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, পরস্পরের মধ্যে কোন কোন সময়ে বিবাদ বিসংবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু এ ভাব যাহাতে স্থায়ী না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের পর, বিজয়াদশমীর দিনে, আমরা নিজ নিজ মনোমালিন্য ভুলিয়া গিয়া, কেমন ভ্রাতৃভাবে মিলিয়া পরস্পরে ভক্তি ও স্নেহের বিনিময় করিয়া থাকি।

আবার দেখুন, শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে পৃথিবীর লোক আমাদের পরিবার-স্বরূপ। আমরা আমাদের জীবনেও এই ভাবটী দেখাইতেছি। তর্পণ ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, আমরা পরলোকগত জগৎ শুদ্ধ লোকের তৃপ্তির জন্য জল ও পিণ্ড প্রদান করিতেছি। কিন্তু ইহা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইংরেজীতে পারদর্শী অনেক হিন্দুভ্রাতা এই সকল জাতীয়ভাব রক্ষা করিতেছেন না। আশা করি, তাঁহারা নিজের ভ্রম শীঘ্র বুঝিতে পারিয়া, স্ব স্ব জীবনের শোধন করিবেন।

রাজ-ধর্ম্ম।

এখন আমরা রাজার প্রতি প্রজার এবং প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। রাজার কর্ত্তব্য কি, তাহা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার মহিমা ও পদগৌরব সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। মনুসংহিতায় আছে:—

ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥

মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায়।

অর্থাৎ, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের, এই অষ্টদিক্‌পালের অংশ লইয়া পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই রাজা সর্ব্বভূতকে তেজদ্বারা অভিভূত করেন।

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ ঐ ৭ম অধ্যায়, ৮।

অর্থাৎ, রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। যেহেতু, তিনি মহতী দেবতাস্বরূপ নররূপে অবস্থান করিতেছেন।

রাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে।
প্রজানাং পরিরক্ষার্থমাসনঞ্চাত্র কারণম্॥ ঐ ৫ম অধ্যায়, ৯৪।

অর্থাৎ, রাজা মাহাত্ম্যসূচক আসনে আসীন, অতএব তাঁহার পক্ষে সদ্যঃশৌচ বিহিত। যেহেতু, প্রজাগণকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আসন গ্রহণ।

রাজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই :—

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥

মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায়, ৩।

অর্থাৎ, পৃথিবী অরাজক হইলে প্রজাগণকে ভয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে, এই নিমিত্ত সকলকে রক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বর রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা ॥

মনু সং ৭ম অধ্যায়, ৩৫।

অর্থাৎ, স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত বর্ণ চতুষ্টয় ও আশ্রম চতুষ্টয়ের রক্ষার জন্য ভগবান্ রাজাকে সৃজন করিয়াছেন।

এবম্প্রকার কার্য্য সকল যাঁহার দ্বারা সুসাধ্য হইবে, তাঁহার সুশিক্ষা লাভ অতীব আবশ্যক। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ এই :—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥ ঐ ঐ ৪৩

অর্থাৎ, ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ঋক্, যজু ও সাম, তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট হইতে দণ্ডনীতি, বৈদান্তিক ও দার্শনিকদিগের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র এবং বণিক্ ও কৃষকদেব নিকট হইতে বাণিজ্য ও কৃষি সম্ভূত অর্থাগমের উপায়, এই সমস্ত রাজার শিক্ষা করা উচিত।

কিন্তু, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে রাজা সচ্চরিত্র হয়েন তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া আবশ্যক। চরিত্রই রাজার প্রধান বল। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভি-প্রায় এই :—

ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥ ঐ ঐ ৪৪।

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিবার জন্য, রাজার যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। যেহেতু, জিতেন্দ্রিয় রাজাই কেবল প্রজাগণকে নিজ বশে রাখিতে পারেন।

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥ মনু সং ৭মঅ ৪৭।

অর্থাৎ, মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবানিদ্রা, লোকনিন্দা, রমণীসম্ভোগ, মদজনিত মত্ততা, নৃত্য, গীত ও বাদ্য, এবং বৃথাপর্য্যটন এই দশটীকে কামজ ব্যসন বলে।

পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ॥ ঐ ঐ ৪৮।

অর্থাৎ, পিশুনতা, দুঃসাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, পরস্ব-অপহরণ, আক্রোশ এবং দণ্ডপারুষ্য (সংহার) এই আটটী ক্রোধজ ব্যসন।

কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষাত্মনৈব তু॥ ঐ ঐ ৪৬।

অর্থাৎ, রাজা যদি কামজ ব্যসনে আসক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় ধর্ম্মার্থ হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং ক্রোধজ ব্যসনে আসক্ত হইলে, তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে।

রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে, আমরা তন্মধ্যে কতকগুলি নির্ব্বাচন করতঃ তাহা কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

(১) সাধারণের প্রতি।

তস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরম্॥ মনু সং ৭ম অধ্যায় ১৪।

অর্থাৎ, রাজার হিতের নিমিত্তই ঈশ্বর পূর্ব্বকালে সকল প্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডকে নিজের আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ॥ ঐ ঐ ১৯।

অর্থাৎ, সেই দণ্ড যদি সম্যক্‌রূপে বিবেচিত হইয়া প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রজাসকল সুখে থাকে, কিন্তু তাহা যদি অযথারূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সকলকে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।

তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে॥ ঐ ঐ ২৭।

অর্থাৎ, যদ্যপি রাজা সম্যক বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধান করেন, তাহা

হইলে, ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম এই ত্রিবর্গেরই বৃদ্ধি হয়। আর যদি রাজা ভোগাভিলাষী এবং ক্রোধাদির বশীভূত হন, তাহা হইলে, তিনি স্ববিহিত দণ্ড দ্বারা নিজেই নিহত হন।

শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা॥ ঐ ঐ ৩১।

অর্থাৎ, পবিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং শাস্ত্রানুসারী নরপতি সুমন্ত্রীর সাহায্যে যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন।

এবং বৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনাপি জীবতঃ।
বিস্তীর্য্যতে যশোলোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥ মনু সং ৭ম অ ৩৩।

অর্থাৎ, যে রাজা উত্তমরূপে রাজ্য শাসন করেন। এমন কি, যদ্যপি তাঁহাকে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা ও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয় তথাপি সলিলস্থিত তৈলবিন্দুর ন্যায় তাঁহার যশঃ চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইবে।

স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃপঃ। ঐ ঐ ৮০ দ্বিতীয়াংশ।

অর্থাৎ, রাজা, শাস্ত্রের ন্যায় বিধান দিবেন ও প্রজাবর্গের উপর পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।

ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্ম্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দ্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥ ঐ ঐ ১১১

অর্থাৎ, সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। শাস্ত্রের অনুমোদিত, কর প্রভৃতি ভোগ করিয়া রাজা এই ধর্ম্ম লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী স্নিগ্ধেষ্বজিহ্মঃ ক্রোধনোঽরিষু।
স্যাদ্রাজা ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসু চ যথা পিতা॥ যাজ্ঞবল্ক্য সং ১ অ ৩৩৪।

অর্থাৎ, নরপতি, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমা, স্নেহভাজনের প্রতি সরলতা, শত্রুর প্রতি ক্রোধ করিবেন এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজার প্রতি পিতার স্থায় ব্যবহার করিবেন।

নচাস্য বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ ক্ষুধার্ত্তোঽবসীদেৎ।
ন চাস্তোঽপি সৎকর্ম্মনিরতঃ॥ বিষ্ণু সংহিতা ৩য় অধ্যায় ৫৬।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ কিংবা অন্ত কোন সৎকর্ম্ম নিরত ব্যক্তি যেন রাজার অধিকার মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অবসন্ন ভাবে না থাকে।

দুর্ব্বলের প্রতি রাজার দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক। এসম্বন্ধে, রাজা মান্ধাতার প্রতি ব্রহ্মবেত্তা উতথ্যের উপদেশ এইঃ—"নিয়ত দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল ব্যক্তির, মুনিরও আশীবিষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য। তুমি দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া সবান্ধবে তাহাদের দৃষ্টি-দহনে দগ্ধ হইও না। রাজা যদি অবমানিত, আহত ও আর্ত্তব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দৈবের নিকট দণ্ডভাগী হইতে হয়।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

(২) মন্ত্রিনিয়োগ ও মন্ত্রণাসম্বন্ধে।

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষ্যান্ কুলোদগতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌবা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥ মনুসংহিতা, ৭ অধ্যায় ৫৪।

অর্থাৎ, দেবস্পর্শ করিয়া শপথকারী, পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী, বেদাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী, শূর ও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ এবং সৎকুলোদ্ভব, এবম্প্রকার সাত আটটী মন্ত্রী, নরপতির থাকা আবশ্যক।

তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ॥ ঐ ঐ ৫৭।

অর্থাৎ, রাজা প্রথমে নিভৃতস্থলে, অমাত্যগণের প্রত্যেকের মত পৃথক্ পৃথক্ অবগত হইবেন। পরে, তাঁহাদের সমবেত মত গ্রহণ করিয়া নিজে যাহা হিতকর বিবেচনা করিবেন তাহাই তাঁহার অবলম্বন করা বিধেয়।

(৩) কর নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহ সম্বন্ধে।

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্। ঐ ঐ ৮০ শ্লোকাংশ।
অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বৎসরান্তে, রাজার নিযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা, প্রজাগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিবেন।

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥
যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্ পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥
পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞাপশুহিরণ্যযোঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥
আদদীতাথ ষড় ভাগংদ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ॥
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃন্ময়াণাঞ্চ ভাণ্ডাণাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥ মনু সং ৭ম অধ্যায়।

অর্থাৎ, যাহাতে রাজা এবং প্রজাগণ উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যে ফললাভ করিতে পারেন, এরূপ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কর নির্দ্ধারণ করা রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাগণের মূল ধনের অণুমাত্রও ক্ষতি না হয়, এরূপভাবে জলৌকার শোণিত পানের ন্যায়, বৎসের দুগ্ধ পানের ন্যায় এবং ভ্রমরের মধু পানের ন্যায় অল্পে অল্পে প্রজাদিগের নিকট হইতে বর্ষে বর্ষে কর গ্রহণ করা নরপতির কর্ত্তব্য। স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু, এবং রত্ন আদি ব্যবসায় লব্ধ ফলের পঞ্চাশদ্ভাগ, এবং ভূমির উর্ব্বরতা ও কর্ষণ ব্যয়ের তারতম্য অনুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ অংশ রাজার প্রাপ্য। বৃক্ষ, মাংস, ঘৃত, মধু, ওষধি গন্ধদ্রব্য, বৃক্ষনির্যাস, ফল, মূল, এবং পুষ্প—এই সকল দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় লব্ধ অর্থের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। তৃণ, পত্র, শাক, মৃন্ময়পাত্র, বংশপাত্র, চর্ম্মপাত্র, এবং প্রস্তর নির্ম্মিত দ্রব্য সকলের ক্রয় বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থের ও ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য।

ব্রাহ্মণেভ্যঃ করাদানং ন কুর্য্যাৎ তে হি রাজ্ঞো ধর্ম্মকরদাঃ।
বিষ্ণু সংহিতা তৃতীয় অধ্যায় ১৩।

অর্থাৎ, রাজা, ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন না। কারণ, তাঁহারা রাজাকে ধর্ম্মরূপ কর দিয়া থাকেন।

পুষ্পং পুষ্পং বিচিন্বীয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকারইবোদ্যানে ন তথাঙ্গারকারকঃ॥ পরাশর সং ৩য় অধ্যায় ৫৯।

অর্থাৎ, মালাকার বাগানের ফুলই তুলিয়া থাকে, বৃক্ষ কাটিয়া ফেলে না। রাজা ও সেইরূপ প্রজাগণের নিকট হইতে বিনা উৎপীড়নে কর সংগ্রহ করিবেন। অঙ্গারকারের ন্যায় কদাচ মূলচ্ছেদন করিবেন না।

রাজা বিপৎকালে, প্রজাগণের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য চাহিতে পারেন। তখন রাজা এইরূপ প্রার্থনা করিবেন:—"শত্রুগণ দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ বিপদ্ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে আমি তোমাদিগের ধন তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব।" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব—রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ।

(৪) রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধে।

অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেহস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্ নৃণাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাম্॥ মনু সংহিতা ৭ম অঃ ৮১।

অর্থাৎ, রাজ্যের বিবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে নানা প্রকার লোক নিয়োজিত আছে, তাহাদের সকলের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত সুবুদ্ধি কার্য্যক্ষম এবং সুপণ্ডিত লোকদিগকে নিযুক্ত করা রাজার উচিত।

যথোদ্ধরতি নির্দ্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥ মনু সং/৭ম অ ১১০।

অর্থাৎ, যেমন কৃষক ধান্যাদি শস্যের রক্ষা জন্য তৎসহজাত তৃণাদি উৎপাটন করে, তদ্রূপ রাজা রাজ্যের রক্ষা বিধান করা ও দুষ্টের উচ্ছেদকরণ কর্ত্তব্য।

মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥ ঐ ঐ ১১১

অর্থাৎ, যে রাজা নিবু দ্ধিতাহেতু ঔদাস্য করিয়া রাজ্যের ক্ষতি করেন, তিনি অতি শীঘ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও সংবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েন।

শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥ ঐ ঐ ১১২

অর্থাৎ, যেমন অভাবে জীবের জীবন নষ্ট হয়, সেইরূপ রাজ্যের পীড়া বর্দ্ধনে রাজার জীবনও নষ্ট হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ॥ ঐ ঐ ১৪০

অর্থাৎ, কার্য্য বিশেষে, রাজার মৃদুতা কিংবা তীক্ষ্ণভাব ধারণ করা উচিত, কেননা কার্য্যানুরোধে মৃদু ও তীক্ষ্ণ ভাবধারী ভূপতিই সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকেন।

বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদ্ধ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।
সংপশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স নতু জীবতি॥ ঐ ঐ ১৪৩

অর্থাৎ, রক্ষার নিমিত্ত আর্ত্তনাদকারী প্রজাগণ যদ্যপি রাজার সম্মুখ হইতে দস্যুবর্গ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তাহা হইলে সে রাজাকে জীবিত বলা যাইতে পারে না, তিনি মৃত বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃপরং॥ মনুসংহিতা, ৮ম অধ্যায় ১২৯।

অর্থাৎ, রাজা প্রথমে নম্র বাক্য দ্বারা বুঝাইবেন, তদনন্তর ধিক্কার বা ভৎর্সনা করিবেন। ইহাতে অপরাধী শাসিত না হইলে তাহাকে ধনদণ্ড করিবেন এবং সর্ব্বশেষে, অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ড ও বিধান করিবেন।

অনৃতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।

তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ॥ পরাশরসংহিতা ১ম অ ৫৬

অর্থাৎ, যে গ্রামে দ্বিজগণ মিথ্যাচারী পাঠাভ্যাস-বিহীন হইয়াও ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, রাজা সেই গ্রামবাসিগণকে দণ্ড করিবেন, যেহেতু, তাহারা এরূপ চোরকে পালন করিয়া থাকে।

নাত্যন্তং মৃদুনা ভাব্যং নাত্যন্তং ক্রূরকর্ম্মণা।
মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি দারুণেনৈব দারুণম্॥ গরুড় পুরাণ ১।১১৪।৫০

অর্থাৎ, রাজা অত্যন্ত মৃদু হইবেন না, আর অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্মাও হইবেন না। তিনি মৃদু উপায় দ্বারা মৃদু ব্যক্তিকে এবং দারুণ উপায় দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তিকে নির্য্যাতন করিবেন। এসম্বন্ধে মহাভারতে বর্ণিত, রাজা বলির প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—"হে বৎস! নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না, এবং একমাত্র ক্ষমার অবলম্বনেও শুভ লাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিরত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে। ভৃত্য, উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না ; এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন করাকে অতি বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভৃত্যেরা ক্ষমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাশয় লোকেরা সতত তাঁহার অর্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে। হীনমতি অধিকৃত পুরুষেরা ক্ষমাপর প্রভুর যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয়ন, আসন, ভোজনীয়, পানীয় ও অন্যান্য উপকরণ দ্রব্য স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করে। হে বৎস! লোকে যে অবজ্ঞাকে মরণ অপেক্ষাও গর্হিত বিবেচনা করিয়া থাকে, ক্ষমাপর প্রভুকে সেই অবজ্ঞার ভাজন হইতে হয়। প্রেষ্য, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন সকলেই ঈদৃশ ক্ষমাশীল স্বামীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে। এক্ষণে ক্ষমাহীন ব্যক্তিদিগের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রজোগুণ-পরিবৃত ক্রোধী যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজ দ্বারা দণ্ডার্হ বা দণ্ডানর্হ উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বান্ধববর্গের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে। যিনি উপকর্ত্তা

ও দ্রোহকর্ত্তা উভয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন তেজই প্রকাশ করিয়া থাকেন, গৃহান্তর্গত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়। যাহাকে সন্দর্শন করিয়া সকলেরই শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাঁহার আর ঐশ্বর্য্যলাভের প্রত্যাশা করা কিরূপে সম্ভবে? সুযোগ পাইলেই লোকে তাঁহার অপকার করিতে কোন ক্রমে ত্রুটী করে না। অতএব একবারে তেজ প্রদর্শন করা অথবা একবারে মৃদুস্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ।" মহাভারত বনপর্ব্ব ২৮ অঃ।

(৫) বিজিতরাজ্যবাসীদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ এই :—

প্রমাণানি চ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্মান্ যথোদিতান্। মনু সং ৭ম অ ২০৩ শ্লোকের প্রথমাংশ।

অর্থাৎ বিজিত রাজ্যবাসীদের দেশাচার ও শাসনপ্রণালী নিজ দেশাচার বিরুদ্ধ হইলেও যদ্যপি ধর্ম্ম-সঙ্গত হয়, তাহা হইলে তাহাই তথায় প্রচলিত রাখা রাজার উচিত।

(৬) প্রজার ধর্ম্মরক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আদেশ এই :—

জাতিজানপদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ॥ মনুসংহিতা ৮ম অ ৪১

অর্থাৎ, বর্ণধর্ম্ম, যে দেশের ধর্ম্ম প্রচলিত, অথচ যাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, সেই জানপদ ধর্ম্ম, শ্রেণীবিশেষের ধর্ম্ম এবং যে কুলের যে ধর্ম্ম, সেই সকল ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, রাজা স্বকীয় ধর্ম্ম নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন।

সর্ব্বতো ধর্ম্ম ষড়্ভাগো রাজ্ঞোভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্যস্যহ্যরক্ষতঃ॥ ঐ ঐ ৩০৪।

অর্থাৎ প্রজাগণ যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করে রক্ষাকারী রাজা তাহার ষষ্ঠাংশের ভাগী হন। কিন্তু, যদ্যপি তিনি তাহাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে রাজাকে তাহাদের পাপের ষষ্ঠাংশভাগী হইতে হয়।

(৭) স্ব স্ব ধর্ম্মত্যাগী প্রজাগণের সম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য এই :—

কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জানপদাং স্তথা।
স্বধর্ম্মচলিতান্রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ম অধ্যায় ৩৬১

অর্থাৎ, কুল, জাতি, শ্রেণীগণ এবং জানপদগণ, স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলে, তাহাদিগকে, অপরাধ অনুসারে দণ্ড দিয়া, রাজা পুনরায় ধর্ম্মপথে আনিবেন।

অপি ভ্রাতা সুতোঽর্ঘ্যোবাশ্বশুরো মাতুলোঽপি বা।
নাদণ্ড্যোনাম রাজ্ঞোঽস্তি ধর্ম্মাদ্বিচলিতঃ স্বকাৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ম অ ৩৫৪

অর্থাৎ, সহোদর ভ্রাতা, পুত্র, আচার্য্যাদি পূজ্যতম ব্যক্তি, শ্বশুর, মাতুল যিনিই কেন হউন না, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে, কেহই রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

(৮) ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ এই:—

ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভুবং প্রতিপাদয়েৎ।

বিষ্ণুসংহিতা, ৩য় অধ্যায় ৫৭

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিবেন।

ব্রাহ্মণেভ্যঃ সর্ব্বদায়ান্ প্রযচ্ছেৎ॥

বিষ্ণুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৬০

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদিগকে সকল প্রকার ধন দান করিবেন।

আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়োহ্যেষ বিধির্ব্রাহ্মোঽভিধীয়তে॥

মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায় ৮২

অর্থাৎ, সমাবর্ত্তন কালে (গুরুগৃহ হইতে গৃহধর্ম্মে উন্মুখ) কৃতবিদ্য বিপ্র রাজা কর্ত্তৃক ধনধান্যাদি দ্বারা পূজিত হইবেন। কারণ, এরূপ পাত্রে ধনাদি ন অক্ষয় নিধি রূপে গণ্য।

(৯) প্রজার ধন অপহৃত হইলে রাজার কর্ত্তব্য এই :—

চৌরহৃতং ধনমবাপ্য সর্ব্বমেব সর্ব্ববর্ণেভ্যো দদ্যাৎ ॥

বিষ্ণুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৪৫।

অর্থাৎ, যে বর্ণেরই ধন অপহৃত হউক না কেন, রাজা তাহা চোরদিগের নিকট হইতে পাইলে, তৎসমস্তই ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যদ্যপি অপহৃত ধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে আপনার ধনাগার হইতে স্বত্বাধিকারীকে উপযুক্ত ধন দিবেন।

(১০) প্রজার বিপদ্ সময়ে রাজার কর্ত্তব্য এই :—

শান্তিস্বস্ত্যয়নৈর্দৈবোপঘাতান্ প্রশময়েৎ।

বিষ্ণুসংহিতা ৩য় অ° ৪৭

অর্থাৎ, প্রজার দৈব বিপত্তির সময়, রাজা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন দ্বারা তাহার উপশম করিবেন।

(১১) রাজা নিজে কোন অন্যায় আচরণ করিলে তাঁহার দণ্ড সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ এই :—

যথাসনমপরাধোহ্যাদ্যবির্ণযো বিধানতঃ সম্পন্নস্তামাচরেৎ।

বশিষ্ঠসংহিতা, ষোড়শ অধ্যায়।

অর্থাৎ, রাজার কোনরূপ অপরাধ হইলে, তাহা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারে সংশোধিত হইবে।

বধার্হং মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানিমুদ্ধরেৎ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১১।২১।

অর্থাৎ, রাজা কর্ত্তৃক যদ্যপি এরূপ পাপ অনুষ্ঠিত হয় যে, তজ্জন্য তিনি আপনাকে বধার্হ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করতঃ তপস্যা দ্বারা নিজ উদ্ধারের বিধান করিতে হইবে।

রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব। মহাত্মা ভীষ্ম, রাজা যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, "প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত যদি রাজার কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ধর্ম্মস্বরূপ"। আবার আর এক স্থলে সগর রাজার দৃষ্টান্ত * দেখাইয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, পুরবাসীদিগের হিতকামনায়, পুত্র পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইলে রাজা তাহাও করিবেন। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

যে রাজা কর্ত্তৃক প্রকৃতিপুঞ্জের এবম্প্রকার হিত সাধিত হয়, তাঁহাকে যে বিশিষ্টরূপে পূজা ও সম্মান করা এবং তাঁহার আদেশ সকল পালন করতঃ রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে যত্নবান্ হওয়া প্রজাগণের উচিত, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি ? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥

মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ১৩৮।

অর্থাৎ, চক্রযুক্ত রথ আদি আরোহণকারী, অতিবৃদ্ধ, রোগী, ভারবাহক, স্ত্রীলোক, গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ, রাজাও বিবাহ জন্য যাত্রাকারী, ইহাদিগকে যাইবার জন্য অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে।

তেষান্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতকপার্থিবৌ। ঐ ঐ ৩৯ প্রথমাংশ।

অর্থাৎ, ইহারা সকলে যদি একত্র মিলিত হয়েন, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ও রাজা সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়।

রাজর্ত্বিক্স্নাতকগুরূন্ প্রিয়শ্বশুরমাতুলান্।
অর্হয়েন্মধুপর্কেণ পরিসংবৎসরাৎ পুনঃ॥

মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায় ১১৯।

---

* "অসমঞ্জা পুরবাসী শিশুগণকে আক্রমণ ও সরযূ জলে নিমগ্ন করিয়া দিতেন এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা তাঁহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন।

অর্থাৎ, রাজা, পুরোহিত, স্নাতক, গুরু, জামাতা, শ্বশুর ও মাতুল সম্বৎসরের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিলে গৃহী ব্যক্তি মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিবেন।

রাজা চ শ্রোত্রিয়শ্চৈব যজ্ঞকর্ম্মণ্যুপস্থিতৌ। ঐ ঐ প্রথমাংশ।

অর্থাৎ, উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে, রাজা ও স্নাতক সম্বৎসরের মধ্যে ও যদি যজ্ঞ কর্ম্মে উপস্থিত হন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিতে হয়।

তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ম্।
মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায় ১২।

অর্থাৎ; তাঁহাকে (রাজাকে) যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্বেষ করিয়া থাকে। সে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তস্মাদ্ধর্ম্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥ ঐ ঐ ১৩।

অর্থাৎ অতএব রাজা শিষ্ট প্রতিপালন ও দুষ্ট দমনের জন্য যে সকল ধর্ম্ম নিয়ম সংস্থাপন করেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রজাগণের উচিত নহে।

বিদিতেচাস্য কুর্ব্বীত কার্য্যাণি সুলঘূন্যপি।
এবং বিচরিতে রাজ্ঞো ন ক্ষতি র্জায়তে কচিৎ॥ মহাভারত, বিরাটপর্ব্ব।

অর্থাৎ রাজার জন্য সামান্য কার্য্যও আগ্রহ সহকারে সম্পাদন করিবে। এবম্প্রকারে পরিচর্য্যা করিলে কদাচ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। একদা ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বিষ্ণু, রাজা মান্ধাতাকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, "পূর্ব্বে অন্যান্য লোকের যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দস্যুদিগের* ও সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।" কার্য্যগুলি এই :—

* এই সকল জাতি দস্যু নামে অবিহিত হইয়াছে ; যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, চান্দ, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে সমুদ্ভূত বৈশ্য ও শূদ্রগণ।

পিতা, মাতা, আচার্য্য, গুরু ও রাজার সেবা বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন, যথা সময়ে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠান, কূপাদিখনন, ব্রাহ্মণগণকে শয়নীয় প্রভৃতি বিবিধ বস্তুপ্রদান, হিংসাক্রোধপরিত্যাগ, সত্যপালন, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, পরদ্রোহ-পরিত্যাগ, বিশুদ্ধ ব্যবহার, উন্নতিলাভের কামনা, ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্ব যজ্ঞের দক্ষিণাপ্রদান ও পাকযজ্ঞের উদ্দেশে ধনদান এই সকল কার্য্যও প্রজার রাজার প্রতি কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। ব্রহ্মবেত্তা উতথ্য মান্ধাতাকে বলিয়াছিলেন যে, "লোকে রাজ্যমধ্যে নরপতির গুণগাথা কীর্ত্তন ও সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়।" যাহাতে প্রজাগণ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ভূপতিরও তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে কথিত রাজধর্ম্ম।

উল্লিখিত কার্য্যগুলির মধ্যে কূপাদিখনন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শাস্ত্রে ইহা একটী পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে, সম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রায়ই স্ব স্ব ইচ্ছায় কূপতড়াগাদিখনন করিতেন। ইহার উপর আবার রাজার বিশেষ রূপ দৃষ্টি ছিল। সুতরাং তৎকালে লোকের জলকষ্ট হইত না। রাজ্যের হিতচিকির্ষু প্রজাগণ দ্বারাই এই সাধারণ হিতজনক কার্য্যটী অনুষ্ঠিত হইত। এই সদনুষ্ঠানটীর বিষয় লিখিতে লিখিতে আমাদের বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা মনে পড়িল। এ দেশের পল্লীগ্রামসমূহে কত পুষ্করিণী ও জলাশয় সংস্কারে অভাবে পঙ্কেও শৈবালে পরিপূর্ণ ও জলশূন্য হইয়া রহিয়াছে। ইহা যেমন পূর্ব্বকালের লোকের পুণ্যের ও বদান্যতার পরিচয় দিতেছে, তেমনই এখানকার সম্পন্ন ব্যক্তিদের পুণ্য কার্য্যের প্রতি বীতরাগ এবং স্বার্থপরতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেখাইতেছে। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ গ্রামের জমিদার-গণের তড়াগাদিখননের উদ্যোগ করা অতীব আবশ্যক। এতদ্দ্বারা যেমন এক দিকে প্রজাদের উপকার হয়, আর একদিকে জমিদারের ও রাজস্বসংগ্রহ পক্ষে সুবিধা হয়। কেন না কৃষকগণ বৃষ্টির জলের অভাবে জলাশয়ের জল দ্বারা শস্য উৎপন্ন করিয়া আপনারা যেমন দুর্ভিক্ষ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, সেইরূপ জমিদারকে রীতিমত রাজস্ব দিতে সক্ষম হয়।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে ; অতএব

রাজা যেমন আপৎ-কালে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজার প্রজাগণের বিপৎকালে রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। নিজ অর্থব্যয় দ্বারা রাজার রক্ষা করা প্রজাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান সময়ে এই উপদেশটী ভারতবর্ষবাসীদের অন্তঃকরণে অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিত। আমাদের দেশ কতবার কত বিপ্লবে পতিত হইয়া যে কত দূর পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহা কে না অবগত আছেন? কত প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, কত অমূল্য গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে, সমুন্নত আর্য্য-সমাজ বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং কতবার এ সমৃদ্ধিশালী দেশ বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। কতকাল এ দেশের লোক অশান্তির মধ্যে অবস্থিতি করিয়া এখন ইংরেজরাজ্যের সুশাসনে নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতেছে; ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজার প্রতি কর্ত্তব্যবিষয়ে যাহা উপরে বিবৃত করা হইয়াছে, আমাদের সেই মত কার্য্য করা উচিত। আর, ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, রাজ্য যদি সুরক্ষিত না হয় তাহা হইলে, প্রজার ধর্ম্মানুষ্ঠানই বা কোথায় থাকে, বিদ্যাচর্চ্চাই বা কোথা হইতে হয়, সমাজই বা কি প্রকারে সুনীতির উপর স্থাপিত থাকিতে পারে এবং সর্ব্বাঙ্গীন বৈষয়িক উন্নতিই বা কি প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে? যখন প্রজাগণ ধন প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তখন আর কি কোন প্রকার উন্নতির চেষ্টা হইতে পারে? এই নিমিত্ত রাজার যেমন প্রাণপণে প্রজার রক্ষা ও পালন রূপ মহাব্রত সাধন পক্ষে যত্নবান্ হওয়া উচিত, প্রজারও তাঁহাকে এই মহৎ কার্য্যে সহায়তা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা যে কতদূর অন্যায়, স্বীয় পুত্র শৃঙ্গীর প্রতি মহর্ষি শমীক-কর্ত্তৃক প্রদত্ত নিম্নোদ্ধৃত উপদেশ দ্বারা উহা প্রতীয়মান হইবে:—বৎস! ক্ষমা যেমন লোককে অলঙ্কৃত করে, ক্রোধ সেইরূপ কলুষিত করিয়া থাকে। ক্ষমা অপেক্ষা যেমন মিত্র নাই, তেমনি ক্রোধ অপেক্ষা শত্রু নাই। ভাবিয়া দেখ, যদি তুমি রাজাকে ক্ষমা করিতে, তাহা হইলে কি সুখের হইত। তাহা হইলে একজন ভূস্বামীর জীবন অকালে ইহলোক হইতে অপগত হইত না। অতএব যাহারা ক্ষমাশীল নহে, তাহাদের হইতে ঘাতকাদির প্রভেদ কি? রাজার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিলে মহাপাতকের সঞ্চার হয়; কেন না ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকারী রাজা মনুষ্যরূপী দেবতা। দেবতার বিরুদ্ধাচরণে মহাপাপ ঘটে; কোন ব্যক্তির প্রতি

দণ্ডবিধান করিতে হইলে অগ্রে বিশেষরূপে বিবেচনা করা উচিত যে, সে ব্যক্তির অসদাচরণে আমার কি ইষ্টের হানি হইয়াছে। যদি ইষ্টহানি না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। দেখ, রাজা পরীক্ষিৎ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমার গলদেশে যে মৃত সর্প লম্বিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে?—কিছুই না; আমি যেমন তেমনই আছি। অভিশাপ প্রদান করাতে তোমারই অসদাচরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমার পুত্রের অনুরূপ কার্য্য কর নাই। এখনও পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিতেছি, আর কখনও কাহারও প্রতি হিংসা করিও না; অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। মহাভারত দণ্ডীপর্ব্ব, সপ্তদশ অধ্যায়।

শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ		শুদ্ধ		পৃষ্ঠা		পংক্তি
মুহূর্ত্তে	...	মুহূর্ত্তে	...	৬	...	৩
দুবাদাবসথান	...	দুয়াদাবসথান্	...	৮	...	২০
শরীরে	...	শরীরের	...	৮	...	২৪
তাহার	...	তাঁহার	...	১৩	...	২০
পণ্ঠর পুর	...	পণ্ঢর পুর	...	১৫	...	৩
ইতিহাসে	...	ইতিহাসে	...	১৫	...	৩
জাম্বুদেব	...	জাম্বুদেব	...	১৫		১০, ১৪, ১৬
			...	১৬	...	১৬
করিলেন	...	করিবেন	...	১৮	...	২৮
বন্ধুনেষ	...	বন্ধ্নেষ	...	১৯	...	৮
বৃদ্ধাবাজ্ঞানিনে	...	বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে		১৯	...	২৬
দণ্ডামমান	...	দণ্ডায়মান	...	২২	...	১
দ্রুত গমন	...	প্রত্যাগমন	...	২২	...	৩
সমুদ্ভুতং	...	সমুদ্ভূতং	...	২২	...	১৮
অবমান	...	অবমাননা	...	২২	...	২১, ২২
তর্ত্তৃ	...	ভর্ত্তৃ	...	২৩	...	৫
ভূষণাচ্ছদনাশিনৈঃ		ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ		২৩	...	৬
স্বস্মেভ্যোহপ্পি	...	স্বস্মোভ্যোহপি	...	২৩	...	১৮
শাস্ত্র	..	শস্ত্রঃ	...	২৪	...	৯
নির্দ্দোয়া	..	নির্দ্দোষা	...	২৪	...	১৭
ভবেহস্থ	..	ভবেদ্যঃ	...	২৫	...	২
তাহাদিকগকে	..	তাহাদিগকে	...	২৬	...	১০
শুইতে	...	দিতে	...	২৬	...	১২
শাস্ত্রকর	...	শাস্ত্রকার	...	২৮	..	৩

অশুদ্ধ		শুদ্ধ		পৃষ্ঠা		পংক্তি
৯৪	...	৯৬	...	৩০	...	১৫
দেখিবামাত্র মাত্র		দেখিবামাত্র	...	৩১	...	৩
তাঁহা হইতে	...	তাঁহা কর্ত্তৃক হইতে		৩২	...	১
অহিংসা পরমং দান মাহিংসা পরমং তপঃ ॥		"অহিংসা পরমোধর্ম্ম স্তথাহিংসা পুরোদমঃ। অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ॥		৩৬	...	১৪
দম	...	দম (১)	...	৩৬	...	১৭
আয়ুষ্মান	...	আয়ুষ্মান্	...	৩৬	...	১৯
মধ্যম্	...	মধ্যমম্	...	৪০	...	৪
পয়ে	...	পরে	...	৪৩	...	৯
দুষণম্	...	দূষণম্	...	৫০	...	১
বাজার	...	রাজা	...	৫৩	...	৩
বর্য্যোকোবৎ	...	বার্য্যোকোবৎ	...	৫৩	...	৭
ম্বপো	...	মৃপো	...	৫৪	...	২৩
রাজা	...	রাজার	...	৫৪	...	২৫
সংবংশে	...	সবংশে	...	৫৫	...	৪
ন	...	দান	...	৫৮	...	২৩
অর্থাৎ অতএব	...	অর্থাৎ	...	৬১	...	১৪
সংস্কারে	...	সংস্কারের	...	৬২	...	১৮
এখানকার	...	এখনকার	...	৬২	...	২০
গ্রামেয়	...	গ্রামের	...	৬২	...	২১
তড়াগাদিখনের	...	তড়াগাদি খননের		৬২	...	২২